www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১০ অগ্রহায়ণ – ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ ঃ ২৬ নভেম্বর – ২ ডিসেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 6, 26 November - 2 December, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নোট বাতিলের জের চলছেই। কেরলের এক মন্দিরে

সোনার লকেট বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় নোটিশ পাঠিয়েছে শুল্ক দফতর। চাওয়া হয়েছে সোনা বিক্রির মাসিক হিসেব ও জমা সোনার পরিমাণ।

রবিবার : শুরু হল ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির

জন্মশতবর্ষ পালন। উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরাজির একসময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সহ কংগ্রেসের নেতারা।

সোমবার : ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখোমুখি ইন্দোর–পাটনা

রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস। কানপুর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ভোররাতে ৩টে ১০ মিনিট নাগাদ পুখরায়া লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার পরই লাইনচ্যুত হয়ে যায় ১৪টি বগি। মৃত প্রায় দেড়শো, আহত শতাধিক। ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারান বেশিরভাগ।

মঙ্গলবার : সদ্যজাত শিশু পাচারের এক বিরাট চাঁই ধরা পড়ল

সিআইডির জালে। বেশ কিছুদিন অভিযোগ পেয়ে গোপনে জাল পেতে বাদুড়িয়া–বাগজোলা এলাকায় ধৃত বিস্কুটের বাক্স থেকে উদ্ধার হল নবজাতক। তদন্ত যত গড়াচ্ছে ধরা পড়ছে ডাক্তার, নার্স, আয়া থেকে শুরু করে নার্সিংহোমের মালিক দালালরা।

বুধবার : দুই লোকসভা ও একটি বিধানসভার উপনির্বাচনে বিপুল

ব্যবধানে জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা ধরাশায়ী এমনকি মন্তেশ্বর বিধানসভায় সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিজেপির উত্থান। প্রত্যেক জায়গায় ভোট বেড়েছে বিজেপির। এমনকি কোচবিহার লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে বিজেপি প্রার্থী।

বৃহস্পতিবার : প্রায় প্রতিদিনই ওপার থেকে ধেয়ে আসছে পাকিস্থানি

গোলা–গুলি। কাশ্মীরের বুপওয়ারা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের মেরে একজনের দেহ বিকৃত করার অভিযোগ উঠল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এবার ভারতের যোগ্য জবাবে মারা পড়ল তিন পাক সেনা।

শুক্রবার : নোট বাতিল বিতর্ক চলছেই। বিরোধীদের দাবি মতো লোকসভা ও রাজ্যসভায় হাজির

ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভাষণ দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিংহ। বিরোধীরা একজোট। প্রত্যাখ্যান করল সর্বদলীয় ঘরোয়া বৈঠক।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

এবার চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে

বফর্স স্মৃতি উসকে বিরোধী সমাহার

পার্থসারথি গুহ

বফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে সারা দেশ যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন আজকের অনেক লাইমলাইটে থাকা নেতানেত্রীই ছিলেন সদ্য উদীয়মান কিংবা উঠতি গোছের। ফলে দেশজুড়ে সংগঠিত সরকার বিরোধী এই বিশালাকার আন্দোলনের শরিক হতে পারেননি তারা। বেশ মনে পড়ে তখন কেন্দ্রের রাজীব গান্ধি নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কামান দুর্নীতির অভিযোগে এক মঞ্চে সামিল হতে দেখা যেত অটলবিহারি বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণী, জ্যোতি বসু, ভিপি সিংদের। এদের সঙ্গে একসারিতে তখন দেখা যেত এইচডি দেবেগৌড়া, চন্দ্রশেখর সিং, চৌধুরী দেবীলাল, ইন্দ্রকুমার গুজরালদের। মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদবদের উত্থান তখন সবে শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার আগেই জীবনে প্রথমবারের জন্য সাংসদ হওয়ার স্বাদ পেয়েছেন যাদবপুর কেন্দ্রে হেভিওয়েট সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে। বফর্স নিয়ে চারিদিক যখন বেজায় উত্তাল তখন নব্য সাংসদ মমতা মাঝেমধ্যেই এতসব রণংদেহী বিরোধীদের কাউন্টার দেওয়ার চেষ্টা করতেন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীমায়।

এখানকার ক্ষমতাসীন সিপিএম তথা বামফ্রন্টের মুখ্য শ্লোগানই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ‘গলি গলি মে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়’। এর থেকেই স্পষ্ট বফর্স কামান ইস্যু ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরোধীদের আপামর কণ্ঠ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তখনকার বিরোধী আন্দোলন এতটাই তেজিয়ান ছিল যে একদিকে বাম অপরদিকে রাম (বিজেপি) এর সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার গড়েছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। ভিপির মণ্ডল এবং বিজেপির কমণ্ডল একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছিল। এর আগে ইন্দিরা সরকারের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধেও একযোগে পথে নেমেছিলেন তৎকালীন বিরোধীরা। যাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুগামীরা ছিলেন সর্বাগ্রে। এমনকি জরুরি অবস্থার এই সার্বিক ইন্দিরা বিরোধিতা রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম শাসনের রাস্তাও প্রশস্ত করে তুলেছিল।

এত গেল চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও সরকার বা গণতন্ত্রে কুঠারাঘাত করতে চাওয়া শাসকের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের কথা। যার জেরে আদর্শগতভাবে সম্পূর্ণ উলটো শিবিরে থাকা দুই প্রতিপক্ষ এক হয়েছিল। ব্রিগেডের জনসভায় বাজপেয়ী–আডবাণীর হাত অবলীলায় ধরেছিলেন তৎকালীন ডাকসাইটে বাম নেতা জ্যোতি বসু। পরবর্তীকালে যে বিজেপি সরকারকে ‘অসভ্য বর্বর’ বলে আখ্যা দেন জ্যোতিবাবু তাদের সঙ্গে বফর্স আন্দোলনে কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল আদর্শের বুলি আওড়ানো কমরেডরা। দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে সরানোর জন্য না হয় ‘বর্বর’দের সঙ্গে এক মঞ্চে সামিল হতে হয়েছিল। এই পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। গন্ডগোলটা বাঁধলো নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ফের আরেক বিরোধী মহাসম্মেলন নিয়ে। বফর্সের সময় না হয় দুর্নীতি রোখার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পুরনো ৫০০, ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে যখন মোদি কালোবাজারি এবং সন্ত্রাসবাদীদের সমূলে বিনাশ করতে চাইছেন তখন বিরোধীদের এই একজোট হওয়া অন্য বার্তা প্রদান করছে বলে মনে করছেন বহু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ।

এরপর পাঁচের পাতায়

শুনশান তারাপীঠে স্বচ্ছতার আবহ

ওঁকার মিত্র

তারাপীঠের নাটমন্দিরে সর্বসাকুল্যে তখন গোটা পঞ্চাশেক দর্শনার্থী। সন্ধ্যা ৭টা। একটু পরেই আরতির জন্য মন্দির খুলবে। কিছুটা পরে হলেও মায়ের মন্দির খুলল। আরতিও সম্পন্ন হল যথোচিতভাবে। উপস্থিত ভক্তরা বেজায় খুশি। এত সুষ্ঠুভাবে এমন আরতি তাদের অদেখা। প্রতিবারই ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড় হয়। বোঝা গেল অনেকেই তারাপীঠের নিয়মিত পর্যটক। আরতি শেষ হতেই এক মধ্যবয়স্ক তৃপ্ত মহিলা দুহাত তুলে নমস্কার করে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন— মোদিজিকে ধন্যবাদ। তাঁর জন্যই এমনভাবে আরতি দেখা সম্ভব হল। চারিদিকে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। এক নব্য তরুণী এসে হাত মিলিয়ে বাহবা দিয়ে গেলেন মহিলাকে। এটাই হল নোট বাতিল পরবর্তী তারাপীঠের ট্যাগলাইন।

এমন তারাপীঠ সত্যিই অদেখা। শুনশান এলাকা। হোটেলে গোটাকয়েক পর্যটক। দোকানে ভিড় নেই। ডালার দোকান সলতে পাকাতে ব্যস্ত। এমনকি শ্মশানের সাধুরাও তীর্থের কাকের মতো বসে রয়েছেন রোজগারের আশায়। শুধু কি তাই, মুন্ডমালিনী রোডের স্টেট ব্যাঙ্কের এটিএমটাও পেট ভর্তি নোট নিয়ে একা। দু–একজন আসছেন। কার্ড সোয়াইপ করলেই গলগল করে বেরোচ্ছে ১০০ টাকার কড়কড়ে নোট। চক্ষু চড়কগাছ। সত্যিই কি নোট বাতিলের জেরেই তারাপীঠ ব্রাত্য হয়ে গেল পর্যটকদের কাছে? নাকি অন্য

কোনও কারণ। কৌতূহল মোচনে পরদিন ভোরবেলা যোগাযোগ করলাম মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সোজা ব্যাটে তাঁর উত্তর, এর জন্য দায়ী নোট বাতিল। তাঁর দাবি সাধারণ কাজের দিনেও প্রতিদিন মন্দিরে ৪ থেকে ৫ হাজার ভক্ত আসেন। শনি, রবি ও ছুটির দিনে ৫ থেকে ১০। যোগযাগে তো ঢল নেমে যায়। হিমশিম অবস্থা। এখন সেখানে প্রতিদিন লোক হচ্ছে ২ থেকে ৩ শো। শুধুই কি নোট, পরীক্ষার মরশুম কি কিছুটা প্রভাব ফেলছে না? তারাময়বাবু একেবারে উড়িয়ে দিলেন এই আশঙ্কা। ‘না না। মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতেও এখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।’ তারাময়বাবু দেখালেন প্রতিদিন তারাপীঠে আসা ট্যুরিস্ট বাসের হিসেব। তাঁর কথায় অগুন্তি বাস ঢোকে প্রতিদিন রাতে। এখন দু একটির বেশি নয়।

মন্দিরের চাতালে ভোরে ভক্তদের হাতে গোনা লাইন। মন্দিরেও সেই চাপ নেই। ভিআইপি লাইনে হুড়োহুড়ি নেই। তারাময়বাবুর কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে নাট মন্দিরের সিঁড়িতে দেখা হল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পূজারির সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল দুজনের। রক্তবসন পরিহিত এই সেবাইতের ধারণা সবই হচ্ছে মায়ের ইচ্ছাতেই। তাঁর দাবি এসব মা চাইছেন তাই হচ্ছে। প্রতিদিন এই তারাপীঠের চত্বরেই ভক্ত সেজে যাগযজ্ঞ করে কত টাকা জলের মতে বয়ে যাচ্ছে। এখানে আগুন জ্বলে। ওড়ে টাকা। অগুন্তি লোক এখানে বেহিসেবী খরচ করে শান্তি পায়; কারোর দেদার বেহিসেবী কামাই। পাল্টা প্রশ্ন এই সাধুর, আপনার কি মনে হয় এসব মা দেখছেন না? উত্তর তাঁরই, মা সব বোঝেন। আর বোঝেন বলেই এই ব্যবস্থা। পাপে ভরে গেলে সাফ করার রীতি বহু প্রাচীন। হৈ হৈ করে বৃথা সময় নষ্ট। প্রশান্তির সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, যাই বলুন কয়েকদিন ধরে মায়ের মন্দিরটাকে অনেক স্বচ্ছ সুন্দর লাগছে। মাকে নিয়ে সেই অস্বাস্থ্যকর আকচাআকচি নেই। কথা শেষ করতে পারেন নি। দেখা পেলেন বামা মন্দিরে তাঁর এক পুরনো ভক্তের। ছুটে গেলেন ভক্তের কাছে। আমাকে ফেলে গেলেন ইন্দ্রজালে। তারাময়বাবুর ঘোর বাস্তব আর ওই সাধুর আধ্যাত্মিক স্বচ্ছতার শব্দগুলো মস্তিষ্কে একে অপরের মুখোমুখি। কে জিতবে তারই অপেক্ষায়।

নোট ফাটকায় মধ্যমণি হওয়ার লক্ষ্যে মমতা

কুনাল মালিক

গত ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করার পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দিন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। মানুষ পুরনো নোট জমা করে নতুন নোট নিতে পারবেন। ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নোট জমা করা যাবে। জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত পুরনো টাকা দেওয়া যাবে। কালোবাজারি রুখতে, জাল নোট ও জঙ্গিদের মোকাবিলায়,গরিব মানুষের স্বার্থে এই পদক্ষেপ। সাময়িক কষ্ট হলেও ভবিষ্যতে দেশের ভালো হবে। সারা দেশের মানুষ দীর্ঘক্ষণ ব্যাঙ্কের এটিএমের লাইনে দাঁড়িয়েও মোদিকে সমর্থন করেছেন। লাইনে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। কিন্তু দিন যত গড়াচ্ছে সমস্যা তত বাড়ছে। ব্যাঙ্কের লাইনে লোকের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। সবজি বাজার, মাছ বাজার, মুদিখানা, হাসপাতালে মানুষ নাজেহাল হচ্ছেন। বিয়ের মরশুমে পর্যাপ্ত টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না। আরবিআই ও অর্থমন্ত্রকের প্রতিদিন নতুন নতুন ‘‘ফরমান’’ গ্রামীণ এলাকার ব্যাঙ্কগুলোতে পৌঁছাচ্ছে না। নতুন পাঁচশো টাকার নোটের সে ভাবে দেখা মিলছে না। নতুন ২০০০ টাকার নোট দিয়ে অনেকেই দৈনন্দিন বাজার করতে পারছেন না। জমিতে ধান পড়ে আছে, খুচরোর অভাবে শ্রমিক লাগানো যাচ্ছে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানুষের এই দেশব্যাপী দুর্ভোগকে ইস্যু করে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সুর চড়িয়েছেন। প্রথম দিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল, শিবসেনা ও ন্যাশনাল কনফারেন্স তাঁর পাশে থাকলেও, অন্য রাজনৈতিক দল তেমন গুরুত্ব দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় কাছেও দরবার করেন। গত মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দিল্লি যান। সংসদ ভবনে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে মমতার নেতৃত্বে বিরোধী ২৪টি দল হাতে হাত মিলিয়ে মোদির বিরুদ্ধে সুর মেলান। রাজ্যে পরস্পর অহি–নকুল সম্পর্কও গলে জল নোট বাতিলের ধাক্কায়। মমতা বলেছেন, তিনি এরপর গুজরাট, বারানসী, লখনৌ, পাটনাতে নোট বাতিল ইস্যুতে সভা করবেন।

সারা দেশে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মোদির সামনে কড়া চ্যালেঞ্জ। হয় তিনি ‘‘হিরো’’ হবেন নয় ‘‘জিরো’’। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আমাকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিন , যদি ব্যর্থ হই যা শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব।’’ সেই সময়টুকু আমাদের নিশ্চয় দিতে হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জাল রুখতে বাতিল হতে পারে একশো টাকার নোটও

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি ৫০০ টাকার নতুন নোট বাজারে আসার প্রায় সপ্তাহখানেক আগে নতুন ২০০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়ে সরকার। নতুন ৫০০ টাকার নোটের জোগান অপ্রতুল হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এখনও অব্যাহত। এমনটাই মন্তব্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহলের। পাশাপাশি তাদের আরও মন্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের এই সিদ্ধান্ত যেমন একদিকে সাহসী পদক্ষেপ, তেমনই ঐতিহাসিক। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের বাতিল প্রক্রিয়ায় খুব শীঘ্র উঠে আসতে পারে পুরনো ১০০ টাকার নোট। অর্থনীতিবিদদের মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ কালো টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রায় দশ শতাংশের মতো কার্যকর হলেও জাল নোট কারবারীদের ক্ষেত্রে তা প্রায় একশো শতাংশ কার্যকর। বিশেষ করে জঙ্গি সংগঠনগুলি জালনোটের দৌলতে ভারতের অর্থনীতিকে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। দেশে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল হওয়ায় জাল নোট কারবারীরা ধাক্কা খায়। এবার একশো টাকার জাল নোট ভারতের বাজারে ছাড়ার উদ্যোগ জঙ্গিরা নিয়েছে বলে এনআইএ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে এই গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেও জানিয়েছে বলে সূত্রের খবর। নতুন পাঁচশো ও দুহাজার টাকার নোট যেহেতু খুব শীঘ্রই জাল করা সম্ভব নয়। এ কারণে একশো টাকার নোটের উপরই এখন তাদের টার্গেট। কার্যত এই জাল নোট নেপাল, বাংলাদেশ হয়ে এ রাজ্যে ঢুকে তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে বলে গোয়েন্দা সংস্থা জানায়। আইএসআই জঙ্গি গোষ্ঠী প্রাথমিক পর্যায়ে দিশেহারা হলেও আবার নতুন উদ্যমে তারা একশো টাকার নোটের মাধ্যমে ভারতে জাল নোটের কারবারের বিস্তার ঘটাতে চাইছে। একারণে এবার একশো টাকার নোটের ঘাড়ে বাতিলের সরকারি কোপ পড়তে পারে বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মহল। তবে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ওপেন করিডর হিসেবে চিহ্নিত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সহ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলাগুলির সীমান্তে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কালো টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের এই নোট বাতিল সিদ্ধান্ত ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে জানা গিয়েছে।

জাল করতে পারে জঙ্গিরা

এরপর পাঁচের পাতায়

ছেলে, বৌমার প্রতারণার বিরুদ্ধে অসহায় বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র কিছুদিন আগেই পেরিয়ে গিয়েছে বিশ্ব প্রবীণ দিবস। সর্বত্র ঘটা করে এই দিনটি পালিতও হয়েছে। যাতে বিশিষ্ট নাগরিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করে মূল্যবান বক্তব্যও রেখেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা যে দাঁড়িয়ে আছে অন্য জায়গায় তা ৮৪ বছরের বৃদ্ধ কুমুদ দেবনাথকে দেখলেই বোঝা যায়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানা এলাকার ঠাকুরনগরের চিকনপাড়ার এই প্রবীণ বাসিন্দা। দিনের পর দিন আত্মজনদের হাতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হলেন। গত ১ সেপ্টেম্বর তারিখে কুমুদবাবু গাইঘাটা থানায় তাঁর ছেলে ও ছেলের বৌ দুজনের বিরুদ্ধেই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগের বক্তব্য, ‘আমার চতুর্থ ছেলে বিজয় দেবনাথ আমার খাওয়া–পরা ও চিকিৎসা সহ তীর্থ ভ্রমণের দায়িত্ব নেওয়ার শর্তে আমার কাছ থেকে আমার বাড়ি সহ জমির অংশ লিখিয়ে নেয় ২০০০ সালে। কিন্তু এ পর্যন্ত শর্তানুসারে সে আমার খাওয়া–পরা, চিকিৎসা, তীর্থভ্রমণের কোনও ব্যবস্থা করেনি। উপরন্তু আমাকে সে ও তার স্ত্রী হেনা দেবনাথ অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। এমনকি প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। হেনা দেবনাথ মাঝে মাঝেই বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে জঘন্য অত্যাচার চালায়।’ এই মর্মেই তিনি গাইঘাটা থানায় ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অত্যাচারের অভিযোগ জানিয়ে তাদের আইনি শাস্তি এবং বাড়ি সহ জমি ফেরতের দাবিও করেছেন। এমন কি এই অভিযোগের প্রতিলিপিও তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়েছেন। যার ভিত্তিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা শাসকের গাইঘাটা থানাকে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক উদাসীনতা

কিন্তু এখনও পর্যন্ত গাইঘাটা থানা এব্যাপারে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করেনি বলে জানিয়েছেন অভিযোগকারী কুমুদ দেবনাথ। এ বিষয়ে কুমুদবাবুর ছেলে বিজয় দেবনাথ ও পুত্রবধূ হেনা দেবনাথকে প্রশ্ন করা হলে তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করে। হেনার বক্তব্য, ‘গুরুদেবের পরামর্শেই বাড়ির মঙ্গলের জন্য লঙ্কাপোড়া দেওয়া হয়। আমরা বাবার উপর কোনও অত্যাচার করিনি।’ উল্লেখ্য, কুমুদবাবুর আরও চার ছেলে ও দুই মেয়ে আছেন। তবে বিজয় দেবনাথ ও উত্তম দেবনাথ এই দুই ছেলেই কুমুদবাবুর সঙ্গে এক ভিটেতে থাকেন। অন্য ছেলেরা অন্যত্র থাকেন। স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান, বাড়ির উঠোনেই একটা ঘরোয়া মিটিং হয়। সেখানে বিজয় ও উত্তম কুমুদবাবুর আমৃত্যু খাওয়া পরা, চিকিৎসা সহ দেখভালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে উনি জমি, বাড়ি লিখে দেন ওদের নামে। উত্তম কথা রাখার চেষ্টা করলেও বিজয় ও তার স্ত্রী হেনা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুমুদবাবুর বসতভিটে সেই ইছাপুর–১ পঞ্চায়েতের সদস্যা সন্ধ্যা বিশ্বাস জানান, তিনি বিষয়টি জানেন। কুমুদবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকবার অনুরোধও করেছেন তাঁর ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে। সম্প্রতি তিনি নিজেও গাইঘাটা থানার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলেছেন বলে উল্লেখ করেন সন্ধ্যাদেবী। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কুমুদবাবুর দায়ভার নেওয়ার জন্যে যে সভা হয়েছিল, তার অনুলিপিতে সাক্ষ্যদানকারী যে সকল প্রতিবেশীদের নাম রয়েছে, তারা হলেন দুলাল রায়, সুশান্ত বক্সী ও রতন দাস। তবে এ বিষয়ে কুমুদবাবুর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা মুখ খোলেন নি। গাইঘাটা থানার ওসি অনুপম চক্রবর্তী বলেন, ‘এ ধরনের অনেক কেসই আছে। বিষয়টা অনুসন্ধান করে দেখছি।’ প্রসঙ্গত, সোদপুর সিনিয়র সিটিজেন্স সোসাইটির পক্ষ থেকে কুমুদবাবুর পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

শেয়ার বাজারে দোদুল্যমানতা অব্যাহত

অপারেশন থিয়েটার থেকে এখনও বেরোতে পারেনি ভারত

প্রদীপ্ত দাস ও কালিদাস চক্রবর্তী

অর্থনৈতিক সার্জারির ধাক্কা এখনও খুব একটা সামলে উঠতে পারেনি ভারতীয় বাজার। অন্তত্তপক্ষে যে ইউনিটগুলির বিচারে ভারতের শেয়ার বাজারের ওঠানামার ইঙ্গিত মেলে সেই নিফটি, সেনসেক্সের হাল আপাতত খুব শোচনীয়। এই কদিন আগেও যে নিফটি নিয়ে আশা পোষণ করা হচ্ছিল ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার তার ৮ হাজার ভাঙাতে সবাই একটু সন্দিগ্ধ। অথচ যে ইকনমিক্যাল সার্জারি সংগঠিত হয়েছে ভারতের বাজারে তার ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা যাচ্ছে ষোলোআনায় প্রায় ১৪ আনা মানুষকে। তাও আকস্মিক এই আর্থিক চাপ সার্বিকভাবেই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটা অস্থিরতা এনেছে। হঠাৎ করেই কেমন যেন শ্লথ হয়ে উঠেছে সব কিছু। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার পথে নেমেছেন কিছু চমক সৃষ্টিকারী নেতানেত্রী। যাদের নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই সন্দেহ রয়েছে বিস্তর। যেহেতু ভারত অনেক বড় একটি দেশ, নানা জাতি–ধর্মের উপস্থিতি এখানে তাই এই পাহাড় প্রমাণ আর্থিক–কম্প বেশ ভালোভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে। এখন কোন ম্যাজিক বলে চট করে বাজারের শুধরে যাওয়ার আশু সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নিশ্চিতভাবে তাই অপেক্ষাই এখন মোক্ষম উপায় হিসেবে সাব্যস্ত হচ্ছে। এমনিতে অপেক্ষার তো কোনও অন্ত হয় না। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সরকারের বেধে দেওয়া সময়সীমা অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত দেখা ছাড়া সাধারণের পক্ষে গতি নেই। এর মানে এই নয় যে এর পরেই বাজারে বিশাল কিছু পরিবর্তন আসল। সত্যি কথা বলতে মোদি সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কালো টাকা আটকাতে এবং আয়কর ফাঁকিবাজদের ধরতে তার ভালো এফেক্ট পেতে অনেকটাই দেরি হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি এদের আশ্বাসবাণী বাজারে এবার প্রকৃত অর্থেই 'ঠিকঠাক' অর্থ প্রবেশ করবে। কালো টাকার পুঁজরক্ত থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের বাজার আসল স্বরূপ লাভ করবে। কালো টাকায় চলা সমান্তরাল অর্থনীতি নয়, সঠিক মূল্য অনুযায়ী বাজার ধাবিত হবে। বিদেশিরা এটা ভালো মতো জানেন যে ভারতের বাজারের মতো সম্ভাবনা গোটা দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। তাছাড়া সরকারের সাম্প্রতিক সব সিদ্ধান্তকে এই বিদেশি তথা এফআইআইরা কুর্নিশই করছেন। এখন ভারতের বাজারে তারা যে বিক্রিবাট্টা করছেন হতে পারে সেটা ফেডের সুদের হার বাড়ানোর প্রাথমিক ধাক্কা হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে। তাছাড়া বড়দিনের ছুটি কাটানোর আগে বেচে দেওয়ার যে রেওয়াজ থাকে বিদেশিদের সেটারও নিষ্পত্তি হচ্ছে। তাই এরপরের খারাপ খবর মানে ফেডের রেট বাড়ানো ইত্যাদির সময় হয়তো বাজার আর সেভাবে পড়বে না। হতে পারে ৮ হাজারের সামান্য নিচ থেকে সাপোর্ট নিয়ে ভারতের বাজার ঘুরে দাঁড়ালো। এই ভিতটা হবে খুব পোক্ত। যা আগামী বেশ কয়েকবছরে ভারতের বাজারকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে।

অর্থনীতি

সবকিছু যখন ভালো থাকে তখন আবার কুডাকও মাঝেমধ্যে মনকে তাড়না দেয়। ঘর পোড়া গরু লগ্নিকারীরা তাই ভরপুর বাজারেও পুরোপুরি খোশ মেজাজে থাকতে পারে না। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ লগ্নিকারীদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ এখানে নড়াচড়া করে। তা নিয়ে চিন্তা তো হবেই। আসলে শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির হালচালও অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। এখানেও সুখ এবং দুঃখের সমান অংশীদারিত্ব আছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার তলাশ করলে খোঁজ মিলবে এমন অনেক মানুষের যারা এই বাজারে অন্ধের মতো ট্রেড করতে গিয়ে অনেক টাকা খুঁইয়েছেন। আবার এমন অনেককেও পাওয়া যাবে যারা ধৈর্য্য রেখে বিনিয়োগ করে লাখপতি, কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন শেয়ার বাজার থেকে। এখানে কিছুটা ভাগ্যের কারসাজিও আছে নিশ্চিতভাবে। তবে এটা একশো শতাংশ ঠিক, ভালো সংস্থার শেয়ার ক্রয় করলে তার থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। যেমন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শেয়ার কাউকে খুব একটা ঠকায় না বলেই মনে হয়। এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। একটি সংস্থা যারা দেশের তাবড় শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলে চিহ্নিত সেই গ্রুপের দুভাইয়ের শেয়ার ধরে বহু মানুষ ফেঁসে রয়েছেন। তাদের মধ্যে একটির বিদ্যুত সংস্থার আইপিও বা ইনিশিয়াল প্রাইজ অফার নিয়ে কি পরিমাণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় দগদগে রয়ে গিয়েছে। এদেরই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সংস্থা নিয়েও একটা সময়ে বাজারে অনেক আশাবাদী কথা চালু ছিল যা এখন পুরোপুরি খরচের খাতায় চলে গিয়েছে। এত প্রভাবশালী গ্রুপের অন্য একটি অর্থনৈতিক মাপকাঠির শেয়ার তো ব্যাঙ্ক হচ্ছে বলে বাজার প্রায় ধরেই নিয়েছিল। আর এই গল্পে একসময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এর দাম। এখন সেই শেয়ারগুলি এতটাই কম দামে রয়েছে যাতে ওপরের দামে আটকে যাওয়া ট্রেডাররা বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। হবে না বা কেন? কত কোটি কোটি টাকা মানুষ এতে লাগিয়ে রেখেছেন। যা কখনই বেচে দেওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে এত কম দামে।

লগ্নিকারীদের রক্ষা করতে এখন নিয়ামক সংস্থা সেবি অনেক কড়া অবস্থান নিয়েছে। যার ফল পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। এখন অবৈধভাবে মার্কেটে যারা ম্যানিপুলেটের খেলা খেলতে যাচ্ছে তাদের অনেকেই হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আসলে ভারতীয় বাজার তো বটেই সারা বিশ্বেই পরিবর্তন প্রথম সংগঠিত হতে থাকে হাতে–কলমের শেয়ারের যুগের অবসান হওয়ার পরে। একটা সময়ে ভারতের অন্য শহরের মতো কলকাতার ডালহৌসির গলি গলিতে রমরমা ছিল ফিজিক্যাল শেয়ারের। একজন বিনিয়োগকারী বা সাধারণ ট্রেডার সঠিক কোন দামে তার ব্রোকার শেয়ার কিনে দিচ্ছে তা ধরতে পারতেন না। তাঁদের যে দামেই শেয়ার দিত ব্রোকার তাই ভালো মনে মেনে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরেও চলে যেতেন। এভাবে মানে সেই ফিজিক্যাল শেয়ারের আমল থেকেই অনেকের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। তবে এটা ঠিক সেই পুরনো দিনেও এমন অনেক ব্রোকার ছিলেন যারা তাদের গ্রাহকের সঙ্গে কখনও বেইমানি করেননি।বাজারে ঘুরলে এরকম অনেক খুচরো বিনিয়োগকারীর দর্শন পাওয়া যায় যারা নিজেদের পুঁজির একটা বড় অংশ ভালো সংস্থার শেয়ার কিনে ডিপি বা ডিম্যাটে ফেলে রাখে। কখনই সেগুলি তারা বেচে না। বরং সেই শেয়ারের থেকে প্রাপ্ত বোনাস এবং ডিভিডেন্ড পেতে বেশি অভ্যস্ত থাকেন। লগ্নির একটা অংশ এরা আবার সংরক্ষিত রাখেন রোজকার কেনাবেচা বা ডেইলি ট্রেডিংয়ের জন্য। যাকে অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ এতে একদিকে যেমন চূড়ান্ত লাভ করা সম্ভব, প্রকারান্তরে ক্ষতির দিকটাও কোনও অংশে কম নয়। সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে একটা পরিচিত শব্দ প্রায়শই শোনা যায়। সেটি হল স্টপ লস। প্রফিট বা লাভের ফসল ঘরে তোলার মতো লস বুক বা ক্ষতিও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে দামে কোনও শেয়ার কেনা হয়েছে তার থেকে যদি নিচে আসতে শুরু করে তা তবে অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায় একবার বেচে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এতে খুব বেশি একটা লোকসান হয়না। এর জন্য স্টপ লস লাগিয়ে রাখা আবশ্যক।

ভারতের শেয়ার বাজারে আপাত পৌষ মাস কবে ফিরবে তার জন্য অনেকেই নানা বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হচ্ছেন। চ্যানেলে বসে জ্যোতিষ বাবাজীরাও দুমদাম মন্তব্য করছেন শেয়ার বাজারের ওঠানামা নিয়ে। এইসব সাত–পাঁচ না ভেবে যারা প্রকৃত ইনভেস্টর তারা জলের দামে চলে আসা শেয়ার এই মওকা তুলে রাখছেন নিজেদের ডিম্যাটে। কারণ দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে যদি দেখেন তবে এই সাময়িক অস্থিরতা কাটিয়ে অচিরেই ভারতের অর্থ বাজার ঘরে দাঁড়াবে এটা একশো শতাংশ নিশ্চিত।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ নভেম্বর – ২ ডিসেম্বর, ২০১৬

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তাা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

আর্মিতে উচ্চমাধ্যমিক

ট্রেনিং দিয়ে টেকনিক্যাল শাখায় ৯০ জন অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়োগ হবে পার্মানেন্ট কমিশনে। শুধু অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৭–র জুলাই মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্সে মোট অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ। **দৈহিক মাপজোক :** উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি। গোর্খা প্রার্থীরা ৫ সেমি ছাড় পাবেন। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। **দৃষ্টিশক্তি :** দূরের ক্ষেত্রে (সংশোধিত) ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯। মায়োপিয়া থাকলে তা যেন মাইনাস ২.৫ডি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া (অ্যাস্টিগম্যাটিজম সহ) থাকলে তা যেন ৩.৫ ডি–র বেশি না হয়। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–থ্রি মানের হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি সংশোধনের জন্য রেডিয়াল কেরাটোটোমি করিয়ে থাকলে আবেদন করবেন না। নীরোগ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকা চাই।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯–র মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১–১–১৯৯৮ থেকে ১–১–২০০১–এর মধ্যে। দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ভোপাল বা বেঙ্গালুরু বা এলাহাবাদে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে ফেব্রু=ারি মার্চ মাসে। ইন্টারভিউয়ের পাশাপাশি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও গ্রুপ টেস্টও হবে। গোটা প্রক্রিয়া চলবে ৫ দিন ধরে। প্রথম ধাপে ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফল প্রার্থীদের দ্বিতীয় ধাপে ডাকা হবে মেডিকেল এক্সামিনেশনের (৩–৫ দিন) জন্য। প্রথমবার এই এন্ট্রিতে ইন্টারভিউ দিতে গেলে যাতায়াতের রেল ভাড়া পাওয়া যাবে।

১০+২ টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিমের ৩৭তম কোর্সে ট্রেনিং হবে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৫ বছর। প্রথমে গয়ার অফিসার ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে এক বছরের ট্রেনিং তারপর পুনে বা মধ্যপ্রদেশ বা সেকেন্দ্রবাদে ৩ বছরের প্রিকমিশন ট্রেনিং এবং আরও এক বছরের পোস্ট কমিশন ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট মাসিক ২১,০০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে নিয়োগ হবে। বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ মিলিটারি সার্ভিস পে ৬,০০০ টাকা। চিফ অপ দ্য আর্মি স্টাফ র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পরে রোল নম্বর পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের রোল নম্বর সহ দুটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। একটি প্রিন্ট আউটের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করবেন। এটি ইন্টারভিউয়ের সময় জামা দিতে হবে।

উপরোক্ত সার্টিফিকেটের মূল কপিও সঙ্গে নেবেন। অপর প্রিন্ট আউটটি নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটটি। ইন্টারভিউয়ে দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে নেবেন

- ২০ কপি স্বপ্রত্যয়িত পাসপোর্ট মাপের ফটো।
- বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট বা মার্কশিটের দু'কপি স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের দু'কপি স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- সচিত্র পরিচয়পত্রের দু'কপি স্বপ্রত্যয়িত নকল।

রাজ্য সরকারে স্টেনোগ্রাফার

রাজ্য সরকারের ফিনান্স ও কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ৪২ জন স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ করা হবে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১০/ডব্লুবিএসএসসি/২০১৬, তারিখ ১৮–১১–২০১৬। এক্সাম কোড : এস জি–১৬। দপ্তর অনুসারে শূন্যপদ : ফিনান্স : শূন্যপদ ৩২টি (তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি–১৬, বিসিবি ৩)। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, বিসি–এ ১, বিসি–বি১, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে ইংরেজিতে মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ড এবং মিনিটে ৩৫টি শব্দের গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। পাশাপাশি, কম্পিউটার জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। প্রার্থীর অবশ্যই বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে জানা চাই।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিকে ১৬–৩২ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে তিনটি পর্যায়ে— অনলাইন পরীক্ষা, কম্পিউটার টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড টেস্ট। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে প্রশ্ন হবে। ১০০ নম্বরের অনলাইন পরীক্ষার সময়সীমা দেড় ঘন্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪০০ নম্বরের ডিক্টেশন অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশন টেস্ট। ১০ মিনিট ধরে দেওয়া ডিক্টেশন কম্পিউটারে এক ঘন্টার মধ্যে টাইপ করতে হবে। এর পর ১০০ নম্বরের কম্পিউটার টাইপ টেস্ট হবে। ১০ মিনিট ধরে টাইপ করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইণের মাধ্যমে : www.wbssc.gov.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালির সই আপলোড করতে হবে।

অনলাইন ব্যবস্থায় ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (এক্সামিনেশন ফি ২০০ টাকা, প্রসেসিং ফি ২০ টা)। তফসিলি প্রার্থীদের শুধুমাত্র প্রসেসিং ফি দিতে হবে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

ফি জমা দেওয়ার পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন নম্বর না পেলে ট্রানজ্যাকশন আইডি টুকে রাখবেন। ফি জমা দেওয়ার পরবর্তী সাতটি কাজের দিনের (ওয়ার্কিং ডে) মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন নম্বর প্রার্থীর ই–মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যথাযথভাবে অনলাইনে দরখাস্ত পূরণ করে 'সাবমিট' করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ই–রিসিপ্ট ও দরখাস্তের প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

এছাড়া তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকে ২০ টাকার বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। নিকটস্থ তথ্যমিত্র কেন্দ্রের অবস্থান জানার জন্য ফোন করতে পারেন এই টোল ফ্রি নম্বরে : ১৮০০৪১৯০২৫০। তথ্যমিত্র কেন্দ্রের তালিকা জানতে দেখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৬

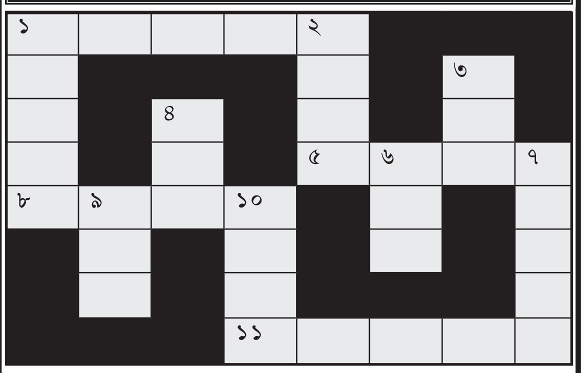

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কোনও দাবি আদায়ের জন্য বা কোনও কিছুর প্রতিবাদে কর্মচারী, শ্রমিক প্রভৃতির সাময়িক কাজ বন্ধ ৫। ফাঁকা, নির্জন ৮। গান আরম্ভ করা ১১। 'যুদ্ধে জয়লাভ বা মৃত্যু' এই শপথকারী সৈন্য।

উপর–নীচ

১। 'মানসুন্দরী' কবিতায় রবিঠাকুর কবিতাকে যা বলেছেন ২। সূর্য ৩। এখানেই আছে আদি কলকাতার মালিক সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বসবাস ৪। বোঝা শক্ত ৬। 'নতুন ধান্যে হবে—' ৭। (ব্যঙ্গে) খুব কালো এবং কুৎসিত লোক ৯। নর্তকী ১০। গেরুয়া বস্ত্র।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫

পাশাপাশি : ১। এরকা ৩। তক্কেতক্কে ৫। জিঞ্জির ৬। মেওয়া ৭। কান্তিবিদ্যা ৮। জায়াপতি ১০। কিনার ১২। বিরজা ১৩। লোকসান ১৪। রক্ষিত।

উপর–নীচ : ১। একা একা ২। কাজির বিচার ৩। তর ৪। তলাও ৬। মেছুয়াবাজার ৯। তিরোভূত ১১। নাটক ১২। বিন।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্লাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মৃত্যু ১, জখম ২ জন

বিশ্বজিৎ পাল, জীবনতলা : বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে ৪০৭ ম্যাটাডোরের সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় এক বালকের এবং জখম হয় ২ জন। মৃত বালকের নাম সাইদুল মোল্লা (১২) এবং জখম জান্নাকুল মোল্লা ও সাদুত শেখ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার গাববুনিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চরবিদ্যা খাটাল পাড়া গ্রামের বাসিন্দা জান্নাতুল মোল্লার ছেলে সাইদুল মোল্লা। এদিন পোকার কামড়ে যন্ত্রণায় কাতর সাইদুলকে বাবা জান্নাতুল একটি মোটরবাইকে তুলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসছিল চিকিৎসার জন্য। সেইসময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ভষ্মীভূত বিজেপি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার রাতে হঠাৎই ক্যানিং রেলওয়ে মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত বিজেপির কার্যালয় আগুনে সম্পূর্ণভাবে ভষ্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিদিনের মতন কাজ কর্ম করে পাটি কর্মীরা রাতে কার্যালয় বন্ধ করে চলে যায়। রাত ১১টা নাগাদ স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন কার্যালয়ে আগুন দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ক্যানিং মহকুমা দমকল বিভাগের ১টি ইঞ্জিন। প্রায় ১ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জেলা পূর্ব বিজেপি–র

সাধারণ সম্পাদক বাপী রায় (মৃগাঙ্ক) জানান পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, দলীয় পতাকাসহ চেয়ার, টেবিল, আলমারি সবই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশ–প্রশাসনকে বলা হয়েছে নিরপেক্ষ তদন্ত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তিনি আরও বলেন কার্যালয়টি চক্রান্ত করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা কালোবাজারি, যাদের কাছে কালো টাকা আছে তারাই ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, এই কান্ড ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। দমকল বিভাগের কর্মীরা জানান প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে শট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি। এদিকে মঙ্গলবার সকালে কয়েকশো বিজেপি–র কর্মী সমর্থক ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে।

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বুধবার সন্ধ্যায় এক গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে মৃত গৃহবধূর স্বামী মকদুদর রহমান শেখ ও শ্বশুড়ি মনোয়ারা শেখকে। মৃত গৃহবধূর নাম মহিমা শেখ (২০)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী থানার কালিভাঙা গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কালিভাঙা গ্রামের বাসিন্দা মকসুদর রহমান শেখের সঙ্গে বাসন্তীর বাসিন্দা মহিমার সঙ্গে বিয়ে হয় ৮ মাস আগে। বেশ কিছুদিন ধরে মকসুদর রহমানের সঙ্গে মহিমার সাংসারিক অশান্তি চলছিল। এদিন সকালে গৃহবধূকে আগুনে পোড়া অবস্থায় দেখতে পায় স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন।

তারা সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আগুনে পোড়া গৃহবধূ মহিমাকে পুলিশ বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ তৎপরতার সাথে নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত গৃহবধূ পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করে পণের দাবিতে মহিমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত চলছে এবং ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের প্রচার ও প্রসার সচেতনতা

অরিন্দম রায়চৌধুরী

রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মা–মাটি–মানুষের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক চাষিকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে ফসলের সুরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিনা খরচে (শুধু আলুর জন্য সামান্য খরচ ছাড়া) শস্য বিমার সুযোগ এনে দিয়েছে। গত ৮ নভেম্বর এই মর্মে বারাসতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের কার্যালয় ভবনের ১ নম্বর সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি রেহানা খাতুন, জেলা শাসক অন্তরা আচার্য সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্তরের ব্যাঙ্কার্স, ফসল বিমা কোম্পানির আধিকারিক বৃন্দ এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকরা। উল্লেখ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের জন্য এহেন উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এখনও অনেক কৃষকই বিভিন্ন কারণে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ না নিয়ে বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করছেন। এ কারণেই কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের উপকারিতা সম্পর্কে সমস্ত চাষিদের মধ্যে সচেতনতা জাগানোর জন্যে বাংলার কৃষকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পক্ষ শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর ও ২৮ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুই পক্ষ ব্যাপী এই সচেতনতা প্রচার চলবে। নাবার্ডের এক কর্তার মতে, সামান্যতম প্রচেষ্টায় প্রায় ৩০–৪০ হাজার কোটি টাকা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে, যা থেকে গ্রামগুলি বঞ্চিত হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কৃষির উন্নতির পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকেও সুদৃঢ় করবে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে। উপস্থিত সকল আর্থিক সংস্থার আধিকারিকরা এ ব্যাপারে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আর এই কাজে জেলা সভাধিপতি, জেলা শাসক, জেলা কৃষি আধিকারিকরা ছাড়াও মহকুমা শাসকরাও নেতৃত্ব দেবেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কাটোয়া ২নং ব্লকে মাখালতো। মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২৩শে নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর বর্ধমান জেলা সবলা মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হল। ২৩শে নভেম্বর সবলা মেলায় মঙ্গলকামনায় মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে মেলার সূচনা করেন মলয় ঘটক মহাশয়। মেলার স্টল উদ্বোধন করেন স্বপন দেবনাথ মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপত মাননীয় দেবু টুডু মহাশয়, জেলাশাসক মাননীয় সৌমিত্র মোহন মহাশয়, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আরও বিশিষ্ট ব্যাক্তি বর্গরা।

দাম কমল ইলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মাছ ঘাটে দাম কমে গেল ইলিশ মাছের। গত ৮ নভেম্বর মধ্য রাত থেকে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল হওয়ার পর থেকে সমস্যায় পড়েছে মৎস্যজীবী আড়তদার, পাইকারি ও খুচরো মৎস্য ব্যবসায়ী। এক দিকে যেমন নদী, খাল, বিল, গভীর সমুদ্রে থেকে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে বাজারে নিয়ে এলে মাছ ঠিক মতন বিক্রি হচ্ছে না খুচরো টাকার অভাবে। আবার খুচরো টাকার অভাবে খুচরো মৎস্য ব্যবসায়ী পারুল মন্ডল, শান্তি মন্ডল, কাজল মন্ডল, গৌরি দাস প্রমুখরা বলেন আমাদের মাছ পাইকারি হারে কিনতে এবং বিক্রি করতে অসুবিধা হচ্ছে খুচরো টাকার জন্য। এমনকি বাজারে খরিদ্দার নেই। এদিকে মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঝড়খালি নদী থেকে বেশ ইলিশ মাছ এসেছে বাজারে। অথচ খরিদ্দার নেই। তাই ইলিশ মাছ এখন ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা ১ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে, তাও নেওয়ার খরিদ্দার নেই।

নোট বাতিলের বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : কেন্দ্রের মোদি সরকারের ঘোষণায় ৫০০, ১০০০ টাকার নোট বাতিল। দীর্ঘ ২১ দিন যাবৎ সাধারণ মানুষ থেকে ছোট বড় সব ধরনের ব্যবসা প্রায় লাটে। এরই প্রতিবাদে ক্যানিং মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেস ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে থানা পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, জয়ন্ত নস্কর, শ্যামল মন্ডল, জেলা সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সভাপতি পরেশ রাম দাস এবং বাসন্তী তৃণমূল ব্লক সভাপতি আবদুল মান্নান গাজী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মনীষীদের নিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান এবার গ্রন্থাগারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের যে সকল কর্মকান্ড রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রশিক্ষণ পরিচালনা। এই মহান কর্মসূচিকে জনমুখী করে তোলার জন্য সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুরে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, জেলাশাসক পি বি সেলিম, সংখ্যা লঘু প্রতিমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ প্রমুখ।

রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, প্রথাগত শিক্ষালাভের পর আজীবন গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার অপরিহার্য। সেখানে জীবন ও জীবিকার উপযোগী বইপত্র যেমন থাকবে, তেমনি বিনোদন, ধর্ম, খেলাধুলা মূলক পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র সহ পত্র–পত্রিকা থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার উন্মুক্ত থাকবে। আগামী বছরগুলিতে বিভিন্ন মনীষীদের নিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান গ্রন্থাগারগুলিতে পালিত হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৫৬টি এবং ১টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার আছে। এছাড়া এই জেলায় মোট ২৮টি জনগ্রন্থাগার তথ্যকেন্দ্র এবং প্রায় ১৪০টি বেসরকারি ও অপোষিত গ্রন্থাগারকেও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। যে কোনও মানুষ এই পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এই জেলায় গ্রন্থাগারগুলির মোট

বইয়ের সংখ্যা ১১১৬৮২৭এর উপর। মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮৯০৭ জন। এই জেলায় ২২টি গ্রন্থাগারে কম্পিউটার আছে তার মধ্যে ১২টি গ্রন্থাগারে রেট্রোকনভারশন–এর কাজ চলছে।

গ্রন্থাগার বিষয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব বলেন, ''যেসব গ্রন্থাগারে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেখানে সৌর বিদ্যুৎ–এর ব্যবস্থা করার দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারে জল ও শৌচাগারের সমস্যা দূর করার দ্রুত চেষ্টা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীকে তুলোধনা জেডিইউ'র

মলয় সুর

নোট বাতিলের ধাক্কায় জেরবার হচ্ছেন রাজ্যবাসী। যতদিন যাচ্ছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার বদলে ভোগান্তি ততই বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে হয়রানি আরও বেশি। তীব্র সঙ্কটে রয়েছেন ছোট কৃষকরা। নগদ টাকার অভাবে খেত মজুররা বকেয়া মজুরি পাচ্ছেন না। কলকাতাতেও হয়রানির চিত্রে খুব একটা বদল হয়নি। নোট বিতর্ক নিয়ে রাজ্যের বিরোধী জনতাদল (ইউনাইটেড)–এর রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক অশোক দাস তার বক্তব্য রাখেন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে তাদের ৬ দফা দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলন করেন। এদিন অশোক বাবু তীব্র আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সমালোচনা করেন তিনি। সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের সময় জনতা দল তৃণমূল নেত্রীর পাশে থেকে সমর্থন করে। আজ দিদি সব ভুলে গিয়েছেন। বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার তাঁর পুরো রাজ্যকে দুর্নীতি মুক্ত করে একটা মডেল রাজ্য বানিয়েছে।

সারা বিহার রাজ্যে এখন মদ, গাঁজা, চরসের দোকানগুলি সরকার থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। সেইজন্য বিহারের মহিলারা নীতিশকুমারকে দুহাত তুলে আর্শীবাদ ও ধন্যবাদ দিচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিষয়টি পুরোটাই উল্টো রয়েছে। মদ খেয়ে মারা গেলে তার পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া, এটাই তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। বর্তমানে তৃণমূলে প্রবল গোষ্ঠী কোন্দলের জের, ক্ষমতা দখলের লড়াই চরম আকার নিয়েছে। এদিকে জনসভায় দিল্লি থেকে আসেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক অরুণ শ্রীবাস্তব। উনি একই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেন। একসময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এই দল শুরু করেছিলেন।

কয়েকবছর আগে মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ৫০০ টাকার নোট বাতিল হয়। কিন্তু তা আমজনতাকে সচেতন করে হয়। দেশের আসল কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। যারা আদতেই কালো টাকার মজুতদার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিল্পপতি বন্ধু আদানি, আম্বানিদের নাম করে তোপ দাগলেন শ্রীবাস্তব। এদিন তাদের দাবিগুলির পরিস্থিতি জানানো হয়। মদমুক্ত বাংলা গড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো, কৃষি পণ্যের নূন্যতম মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন বন্ধ, সরকারি ও অন্যান্য চাকরিতে মহিলাদের ৩৫% সংরক্ষণ, দামোদর উপত্যকায় নতুন ব্যারেজ নির্মাণ ও নদী সেচখালগুলি সংস্কার। মোদির পরিকল্পনা কোনও বাস্তবায়িত নয়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল কমিটির সদস্য সুভাষ সিং, রাজ্য যুব সভাপতি তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, পার্টির অন্যতম রাজ্য যুব সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ ফুলমালী, সমাজসেবী শীলা মিশ্র। রাজ্য কমিটির নেতা হান্নান শেখ, নরুল হুদা প্রমুখরা।

মহানগরে

১০ টাকার কয়েন নিয়ে আরবিআই কী বলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকার দ্বারা মুদ্রিত মুদ্রা বন্টন করে থাকে। এই মুদ্রাগুলির স্বতন্ত্র গঠন বৈশিষ্ট্য

আছে। বিভিন্ন সময়ে সাধারণ জনগণের লেনদেনে সুবিধার জন্য নতুন মূল্যমানের মুদ্রা এবং দেশের আর্থিক বিকাশ, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নতুন নকশার মুদ্রা জারি করে থাকে।

যেহেতু মুদ্রাগুলি দীর্ঘদিন প্রচলনে থাকে, সেহেতু বিভিন্ন নকশার এমন কী বিভিন্ন আকৃতির মুদ্রা একই সঙ্গে বাজারে চালু থাকে। ২০১১–এ টাকার চিহ্ন বিশিষ্ট মুদ্রার প্রচলন এ রকম একটি পরিবর্তন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একই সঙ্গে টাকার চিহ্নযুক্ত এবং টাকার চিহ্নবিহীন ১০ টাকার মূল্যমানের মুদ্রার একই সঙ্গে প্রচলিত থাকা। যদিও এগুলি দেখতে ভিন্ন প্রকারের। বাজারে উভয় ধরনের মুদ্রাই আইনগতভাবে পেশযোগ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে একই অর্থবাহী।

আইবিআইয়ের কাছে সংবাদ এসেছে যে কিছু ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত বা তথ্যহীনতা বশত এই মুদ্রাগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়ে পড়েছেন এবং ব্যবসায়ী, দোকানদার ইত্যাদি ও সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছেন। ফলস্বরূপ, যেসব বিভ্রান্তি এড়িয়ে যাওয়া যেতো, সেই অবাঞ্চিত বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই ভিত্তিহীন ধারণাতে বিশ্বাস না করেন এবং তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিঃসন্দেহে এই মুদ্রাগুলিকে সমস্ত রকম লেনদেনের জন্য, আইনগতভাবে পেশযোগ্য, এই বিশ্বাসে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের লেনদেন বজায় রাখেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার ক্ষেত্রীয় নির্দেশক রেখা জী ওয়ারিয়র জানিয়েছেন, এই সম্পর্কে আরও জানার জন্য এই লিঙ্কে যোগাযোগ করা যাবে : http.//www.rbi.in/ Scripts//BS Press Release Display:aspx

গ্রিন নির্মাণ সামগ্রী

বিশ্ব উষ্ণায়নকে রোধ করতে হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড পরিবেশ বন্ধু নির্মাণ সামগ্রী বাজারে নিয়ে এল। যা কেমিক্যাল ছাড়া। এদের এই সামগ্রী জলের ট্যাঙ্কে নির্দ্বিধায় লাগানো যায় কারণ, জলে কোনও ক্ষতি করবে না। এছাড়া অনেক বহু সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন তাঁরা। নাম দিয়েছেন গ্রিন প্রোডাক্ট ২১ তারিখ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স–এ এর সূচনা করেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় গোয়েঙ্কা ও টেকনিক্যাল ভাইস প্রেসিডেন্ট শিলাদিত্য বাসু এবং বিদিশা গোয়েঙ্কা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমসিসির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এস রায়। এই সংস্থাটি ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বিভিন্ন পথ চলে ২০১৬ সালে দেশের মধ্যে প্রথম কোম্পানি যারা এই গ্রিন প্রোডাক্ট অর্থাৎ পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করবে।

কলকাতা হবে নলকূপ মুক্ত মহানগর

বরুণ মন্ডল

কলকাতায় বণিকসভার এক অনুষ্ঠানে এ মহানগরের মহানাগরিক তথা রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, আর্সেনিকের বিষ থেকে রক্ষা পেতে বছর তিনেকের মধ্যেই 'নলকূপ মুক্ত মহানগর' গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিকে পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব থাকায় এ মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভূপৃষ্টস্থ পরিশ্রুত জলের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ গভীর নলকূপের জল মিশিয়ে মহানগরবাসীকে সরবরাহ করতে পুর জল দফতর বাধ্য হচ্ছেন। অভিযোগ ওই জলে বিষাক্ত আর্সেনিক, লোহা ইত্যাদি উপাদান রয়েছে। অতি সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এবং রাজ্য জল অনুসন্ধান দফতরের (স্যুইড) এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, মহানগরে ভূগর্ভের জলস্তর আর্সেনিক, লোহা ইত্যাদি বিষাক্ত উপাদানের মিশ্রণে দূষিত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই পরিস্থিতি জানা সত্ত্বেও কলকাতা পুরসভা এই সমীক্ষা অগ্রাহ্য করে কলকাতায় নিত্য সরবরাহ করা প্রায় ৩০ কোটি গ্যালন জলের একটি বড়ো অংশ তুলছে এই মহানগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো ৪১৭টি গভীর নলকূপ (বিগ ডায়ার টিউবঅয়েল) থেকে। এর পাশাপাশি পুর এলাকায় পুর অনুমতিপ্রাপ্ত ১২ হাজারেরও বেশি হস্তচালিত গভীর নলকূপের মাধ্যমে রোজ ভুগর্ভ থেকে জল তোলা হয় বলেই পুর পরিসংখ্যান বলছে। কলকাতায় এই বিপদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুতল আবাসনগুলির বিপুল জলের প্রয়োজনীয়তা। জল বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এই মহানগরের ৯০ শতাংশ বহুতলই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে। বামফ্রন্টের মুখ্যসচেতক চয়ন ভট্টাচার্যের বক্তব্য এ মহানগরে আট হাজারেরও বেশি বেসরকারি বিগ ডায়ার টিউব অয়েল রয়েছে। এদিকে পুর জলদফতরের মেয়র পরিষদ মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ১৮৫ থেকে ২১০ মিলিয়ন গ্যালনে। যা পলতা জল প্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যাবে।

দেশপ্রাণের প্রয়াণ দিবস

২৪ নভেম্বর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ৮২তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর স্মৃতিসৌধর সামনে কলকাতা পুরসভা ও দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এদিন পুরসভার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতি মালা রায় ও অন্যান্যরা। এছাড়াও চেতলার কৈলাশ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা গানের মাধ্যমে দেশপ্রাণকে শ্রদ্ধা জানায়। বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক প্রবীর জানা, কৈলাশ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক সহ আরও বিশিষ্ট জনেরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৬ নভেম্বর – ২ ডিসেম্বর, ২০১৬

জয়ের মুকুটে পদ্ম কাঁটা

সাঙ্গ হল আরও একটি নির্বাচন। গত বিধানসভা ভোটের মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখে যথারীতি তমলুক, কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র এবং মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ও পেয়েছে শাসক দল তৃণমূল। এই খবর আপাতভাবে কোনও নতুনত্বের দাবি করে না। এবং সেই দাবি তোলাও হচ্ছে না এখানে। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে উপনির্বাচন মানেই এদেশে শাসক দলের জয়জয়কার। এ রাজ্যেও রিগিংয়ের সৌজন্যে উপনির্বাচনে সরকারি দলের জয়জয়কার অব্যাহত থাকার রেওয়াজ বহুদিনের। পূর্বতন কংগ্রেস আমল পেরিয়ে বামফ্রন্ট এবং পরে তৃণমূল সেই ঝান্ডা উঁচিয়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক উপনির্বাচন রাজ্য রাজনীতিতে ফের এক নতুন কক্ষপথের সন্ধান দিয়েছে। বলাবাহুল্য গৈরিক সেই পথের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। বিশেষ করে কোচবিহারে বিজেপির দ্বিতীয় স্থান অর্জন করা এবং তমলুকে প্রায় দ্বিগুণ ভোট বাড়িয়ে নেওয়া রাজ্য বিজেপির মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে। প্রসঙ্গত দিলীপ ঘোষ সভাপতির পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিকভাবে যেন অনেকটাই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। রাহুল সিনহার আমলে রাজ্য বিজেপি ক্রমশই যেন তৃণমূলের হাতের ক্রীড়নক হয়ে উঠছিল। গেরুয়া শিবিরে এই অভিযোগ বহু পুরনো। বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, তপন শিকদারদের আমলে বিজেপির নিজস্ব একটা ঘরানা ছিল এই রাজ্যে। সেই জায়গা থেকে রাহুলবাবুর আমলে খানিকটা যেন তৃণমূলী মডেল ঘিরে ফেলেছিল বিজেপিকে। এই জায়গা থেকেই পুনরুত্থান ঘটানোর কঠিন কাজটা শুরু করেছেন বর্তমান সভাপতি দিলীপ ঘোষ। 'ফলেন পরিচয়ে' বিশ্বাসী আরএসএস–এর এই প্রাক্তনী দিলীপবাবু কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনটি বিধানসভা আসন এনে দিয়েছেন দলকে। জ্ঞান সিং সোহন পালের মতো প্রবীণ কংগ্রেস নেতাকে হারিয়ে খড়গপুর আসন থেকে বিধায়কও হয়েছেন দিলীপবাবু। তবে এবারের উপনির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ভোট বাড়ার পিছনে নিশ্চিতভাবে নোট বাতিল ইস্যু বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ এর আগে ২০১৪–র লোকসভা ভোটের সময় মোদি হাওয়ার ভালোরকম প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল এই রাজ্যও। 'পড়ে পাওয়া সুযোগ' রাহুল সিনহার নেতৃত্বাধীন বিজেপি কাজে লাগাতে পারেনি বলে এখনও অভিযোগ করেন পদ্মফুলের অনেক নেতা–কর্মী। যার ফলে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট শতাংশ লোকসভার ১৭ শতাংশ থেকে কমে ১০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। যদিও বিজেপির এই ভোট কংগ্রেস–সিপিএমের যাত্রাভঙ্গে বেশ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। কোচবিহারে বিজেপির দ্বিতীয় হওয়া এবং তমলুকে অনেকটাই ভোট বাড়িয়ে নেওয়া হয়তো বিজেপিকে নতুন দিশা দেবে এই রাজ্যে।

অমৃত কথা

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগসংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তি আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত। উদ্দেশ্য হারা, খেইহারা, পৌরোহিত্যশক্তি উর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ, যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে, যে ককল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধি আচার জাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশি দ্বারা আপাদ মস্তক বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত।

আর উপায় নাই, এ জাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না। যাঁহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছিঁড়িয়া অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বনে ধন–সঞ্চয়ে নিযুক্ত,সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। শিখাহীন টেরিকাটা, অধ–ইওরোপীয় বেশভূষা আচারাদিসুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আবার ভারতবর্ষে যেথায় এই নবাগত ইওরোপীয় রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণ যুবকবৃন্দ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূর্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে।

গুর্জরদেশে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রত্যেক অবান্তর সম্প্রদায়েই দুটি করিয়া ভাগ আছে একটি পুরোহিত ব্যবসায়ী, অপরটি অপর কোন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করে। এই পুরোহিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাহ্মণ কুলপ্রসুত হইলেও পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না।

যথা 'নাগর ব্রাহ্মণ' বলিলে উক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্ত পুরোহিত তাঁহাদিগকেই কেবল বুঝাইবে। 'নাগর' বলিলে উক্ত জাতির যাঁহারা রাজকর্মচারী বা বৈশ্যবৃত্ত, তাঁহাদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশসমূহেও এ বিভাগ আর বড় চলে না। নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরেজি পড়িয়া রাজকর্মচারী হইতেছে।

ফেসবুক বার্তা

দেশে ৫০০,১০০০ নোট বাতিল করার পক্ষে সওয়াল তুলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেবতারূপে পুজো দিলেন নদিয়ার ধানতলা ন'পাড়া এলাকার মানুষ।

আকাশছোঁয়া খিদের জ্বালা বুঝতে আইন নয় মানবিক হৃদয় দরকার

প্রিয়ম গুহ

খাদ্য সুরক্ষা, খাদ সাথী সহ নানা প্রকল্প চালু হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায়। এই প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র মানুষের কাছে ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে কথার ফুলঝুরিতে। দুই সরকারেরই হঠকারী সিদ্ধান্ত আসলে মানুষের কোনও উপকারে লাগছে না। চা বাগান প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুসিত গ্রাম সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে যেখানে খিদে প্রতিদিন যন্ত্রণা সৃষ্টি করে সেখানে এইসব প্রকল্পের সুবিধা আদৌ পৌঁছচ্ছে কি না তা দেখার কোনও ইচ্ছাই নেই দুই সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের। ফলে নানা জায়গায় ব্যবসায়ীরাই এর সুফল চুষে নিয়ে যাচ্ছে। গত ২২ নভেম্বর মাতৃত্বকালীন অধিকার ও জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে নানা ফাঁক–ফোঁকর নিয়ে এক গণ আন্দোলন সংগঠিত হল কলকাতার পথে ঘাটে। প্রেস কনফারেন্স মিঠিল মিটিং জন্ম দিল নানা প্রশ্নের। অবশ্য খাদ্যের জন্য এই কান্নার আওয়াজ আদৌ সরকারের কাছে পৌঁছল কি না তা আগামী দিনে জানা যাবে।

আসলে খাদ্যের অধিকার কি ভাবে প্রতিদিন পদদোলিত হচ্ছে তারই এক চিত্র এখানে তুলে ধরা হল।

খাদ্য সাথী আর ভরপেট খাবার!

বহুল আলোচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সাথী প্রোগ্রাম যেন মুখ থুবড়ে পড়ল উত্তর বঙ্গের চা বাগানগুলিতে। অনাহারী বাগান শ্রমিকদের ভরপেট খাবার দেওয়ার পরিবর্তে এই যোজনা মালিকদের পকেট ভরাতেই কাজে লাগানো হচ্ছে। পূর্বে সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল, চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ডের অধীনে থাকবে। অর্থাৎ সব পরিবার ২ টাকা কেজি দরে মাসে ৩৫ কেজি করে খাদ্যশস্য রেশনে পাবে। এখন আবার সরকার ঠিক করল যে, চা বাগানের মালিক বা ম্যানেজমেন্টরাই রেশন ডিলার হবে। আগে চা বাগানের মালিকরা প্রতি কেজি ২১ টাকা করে রেশন সামগ্রী কিনে তা চা বাগানের শ্রমিকদের বেতনের অংশ হিসাবে দিত এবং শ্রমিকদের বেতন থেকে ৪০ পয়সা প্রতি কেজি কাটতো। এর সাথে খাদ্য সুরক্ষা আইনের থেকে নাগরিক হিসাবে প্রাপ্য রেশনের কোনও সম্পর্ক নেই। এখন ম্যানেজমেন্টরা যোজনার থেকে রেশন ২ টাকা কেজি দরে কিনে কর্মীদের কাছে ওটা কেজি প্রতি ৪০ পয়সায় বিক্রি করছে এবং বেতনের অংশ হিসাবে প্রাপ্য খাদ্যশস্য দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে যা এক কথায় বেআইনি। ফলে প্রত্যেক বাগান শ্রমিক মাসে ৩২ কেজি করে খাদ্যশস্য ও ৬৬০ টাকা করে ভর্তুকি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর, একটা চা বাগানে যদি ১০০০ জন শ্রমিক থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের অনুগ্রহে বেতনের অংশ হিসাবে প্রাপ্য রেশন বন্ধ করে সেখানে মালিকের অতিরিক্ত মুনাফা পকেটে ঢুকছে মাসে ৬,৬০,০০০ টাকা অর্থাৎ বছরে ৭৮,২০,০০০ টাকা। দরদী সরকারের বদান্যতায় একদিকে মালিক ফুলেফেঁপে ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে আর বাগানের শ্রমিকরা রাজ্যের মধ্যে একক শ্রেণি হিসাবে সবথেকে বেশি অপুষ্টির বলি হচ্ছে।

খাদ্য সাথীর দিকে আরও একবার ফিরে তাকানো।

পরবর্তী ভোটের ৫ বছর বাকি আছে। তাই বিগত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাদ্যসাথী প্রোগ্রামের থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে নিতে শুরু করেছেন। এমন অনেক অভিযোগ আসছে যে, হঠাৎ হঠাৎ লোকের রেশন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে আইনি রক্ষা কবচের মধ্যে যারা নেই অর্থাৎ যাদের রেশন কার্ড পুরনো বা যারা রাজ্য খাদ্য যোজনা ১ ও ২ অন্তর্ভুক্ত। সুবিধামত মনগড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাকে বাদ দেওয়া, কার্ড বন্টনে গড়মিল, রেশনে খাদ্য কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি খাদ্য সাথী প্রোগ্রামের থেকে সরকারের হাত তুলে নেওয়ারই লক্ষণ।

প্রযুক্তি ব্যবহার না বঞ্চনা?

কেন্দ্রীয় সরকার রেশন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করার জন্য রেশন দোকানে পস মেশিন এনেছে। এর ফলে ব্যবস্থা সহজ হওয়ার পরিবর্তে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্থানে ৯৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৩১ লক্ষ মানুষ রেশন তুলতে পারেনি শুধুমাত্র পস মেশিনের জন্য। ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে শুধুমাত্র পস মেশিনের জন্য ৫০% লোক তাদের রেশন সামগ্রী রেশন দোকান থেকে তুলতে পারেনি। পস মেসিনে ব্যবহৃত হয় আঙুলের ছাপ, চোখের রেটিনার ছবি ও আধার কার্ড এবং তার সাথে ইন্টারনেট ও বিদ্যুতের দরকার হয়। আবার রেশনের পরিবর্তে টাকা দিলে তার জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয়। ক্ষুধা যেখানে আকাশ ছোঁয়া, খাদ্যের যেখানে হাহাকার এবং যেখানে রেশনের খুব প্রয়োজন সেখানে এই প্রযুক্তি কোন রকম কাজে আসে না। যেমন প্রত্যন্ত চা বাগান এলাকায়, আদিবাসী অধ্যুষিত রাঢ় বাংলায় এবং সুন্দবনের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতে। অন্যদিকে চারদিকে শোরগোল তোলা টাকা বাতিলের বর্তমান সিদ্ধান্ত আরও একবার প্রমাণ করল যে আমাদের দেশ এখনও এই ধরনের নয়া প্রযুক্তির জন্য তৈরি নয় এবং নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্নীতির ছিদ্র বন্ধ করার নামে আসলে সমাজের প্রান্তিক গরিব শ্রেণিকে আরও বঞ্চনার মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

পুষ্টি যুক্ত আটা!

রাজ্য সরকার এখন সব জায়গায় গমের পরিবর্তে আয়রন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর আটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গমের পরিবর্তে আয়রন সমৃদ্ধ এই আটা নাকি রক্তাল্পতার প্রতিকারে উপযুক্ত বলে সরকার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে।

সাধারণ লোকেদের কিন্তু তাতে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। আসলে উচ্চমানের গমের পরিবর্তে বাজে গুণগত সম্পন্ন আটা দিয়ে শুধুমাত্র মিল ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়াতেই সাহায্য করছে। রেশন দোকান থেকে যে আটার প্যাকেট দিচ্ছে তা তারিখ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বা কিছুদিন আগে দিচ্ছে তার ফলে উপভোক্তাদের খুব কম সময়ের মধ্যে তা ব্যবহার করতে হচ্ছে। তাই, ভুক্তভোগী উপভোক্তারা আটার পরিবর্তে রেশনে আবার গম চাইছে।

জনগণের সতর্কতার জন্য কোনও জায়গা নেই?

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে বলা আছে যে রেশন দোকান, অঙ্গনওয়ারী, মিড ডে মিল ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা ইত্যাদি প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তদারকি দল গঠন করা হবে। রাজ্য সরকার আইন মেনে রেশন ব্যবস্থার জন্য তদারকি কমিটি গঠন করলেও কোনও বেসরকারি সংস্থা বা গণ সংগঠনের কোনও প্রতিনিধি সেই তদারকি কমিটিতে রাখেনি।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক ধরনের সংগঠন যেমন খাদ্য ও কাজের অধিকার অভিযান, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্চ ও গণসংগঠন যেমন কর্মজীবী মহিলা পরিষদ, শ্রমজীবী স্বীকৃতি মঞ্চ ও অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক সংগ্রামী মঞ্চ, পেনশন পরিষদ, লোক মঞ্চ এবং আরও বিভিন্ন সংগঠন মিলিত হয়ে মাতৃত্বকালীন অধিকার অভিযান নামে একটি মঞ্চ শুরু করেছে যা মাতৃত্বকালীন অধিকার রক্ষা ও জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন সংশোধনের জন্য কাজ করবে। আগামী দিনে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছে এই সংগঠন।

প্রতিবাদের ভাষা

মেটারনিটি বেনিফিট আইন (১৯৬১)তে অসংগঠিত শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করে গর্ভবস্থায় সবেতন ২৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে।

গণবন্টন ব্যবস্থায় পাঁচ রকম কার্ড নয় সবার জন্য এক রকম কার্ড চাই।

খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মাথাপিছু মাসে ১৪ কেজি খাদ্যশস্য, ১ কেটি ৫০০ গ্রাম ডাল এবং ৮০০ মিলি ভোজ্য তেল দিতে হবে।

জনগণের প্রাপ্য রেশন চা–বাগান ম্যানেজমেন্ট–এর হাতে দেওয়া বন্ধ কর, খাদ্য সুরক্ষা আইনে প্রাপ্য রেশন নিশ্চিত করতে হবে।

আইনের বিধান মেনে রেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য তদারকি করতে হবে।

খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩ মেনে প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলাকে অবিলম্বে ৪ (খ) ধারা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য ৬ হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে।

মেটারনিটি বেনিফিট আইন (১৯৬১)তে অসংগঠিত শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করে শিশু পরিচর্যার সুবিধাসহ অন্যান্য অধিকার দিতে হবে।

রেশন ব্যবস্থাতে আধার কার্ড ও পস মেশিন আমদানি বন্ধ কর।

রেশনে আটা দেওয়া চলবে না শুধুমাত্র উচ্চ গুণমান সম্পন্ন গম দিতে হবে।

চা–বাগানে বেতনের অংশ হিসাবে ম্যানেজমেন্ট–এর থেকে প্রাপ্য শ্রমিকদের বকেয়ারেশন দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিতে এনজিও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

বড় স্বপ্ন দেখতে হলে তার পোশাক, কথার্বাতাও হবে দামি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

জগাকে দেখলাম চায়ের দোকানে উসকো খুশকো চুল আর রঙ চটা একটা ফ্যাকাসে পাজামা–পাঞ্জাবি পরে বসে আছে।

দেখে মনে হয়, ওর যেন চূড়ান্ত দৈন্য দশা।

অথচ জগা সরকারি অফিসে ভালো বেতনে চাকরি করে।

আমি বললাম– কি রে জগা, তুই হঠাৎ এমন এলোমেলো পোশাকে, ঝোড়ো কাকের মতন চেহারা নিয়ে বসে আছিস কেন?

জগা বলল– দ্যাখো দাদা, চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

পোশাক আমার যাই হোক না কেন, লোকে কি আমায় চিনবে না?

আমি বললাম, '৭০এর দশকের তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের মতো বুলি তো আউড়াতে শিখেছিস ভালোই, কিন্তু এই পুরনো প্রবাদ এখন যে আর একেবারেই খাটে না, সেটা কি জানিস?

জগা বলল— যা বাব্বা, আমার পোশাকের সঙ্গে ''তথাকথিত বামপন্থী নেতা'' ''৭০–এর দশক'' ইত্যাদি শব্দগুলো কি হিসাবে অর্থ বহন করছে, তা তো বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম— তুই পাঁচশো হাজার বছরের পুরনো প্রবাদকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারিস, আর আমি মাত্র '৭০ দশকের উদাহরণ তুললে দোষ হয়ে গেল?

দ্যাখ জগা, আমাদের অভিধান, গল্প কথা, প্রবাদ, এমন কি পোশাকেরও বিশেষ বিশেষ সময়ে নতুন করে চলন শুরু হয়। যেমন মহারাষ্ট্রে মাথায় টুপি পরাটা পুরাতন রীতি। গুজরাটে, রাজস্থানে, মাথায় পাগড়ি পরা পুরাতন ঐতিহ্য। মহারাষ্ট্রের এই মাথার টুপি, ইংরেজ আমলে গান্ধিজির হাত ধরে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। তখন ওই টুপি গান্ধিটুপি নামে পরিচিত হলো। মাথার পাগড়ি বিবেকানন্দের মাধ্যমে অন্য মাত্রা পেল। ঠিক একই ভাবে— 'চেনা বামুনের পৈতে লাগে না' প্রবাদও '৭০ দশকে তথাকথিত বামপন্থী নেতারা বেশ ভালোভাবে ব্যবহার করেছিল। যার রেশ এখনও চলছে।

জগা অবাক হয়ে বলল—দাদা তোমার কথাটা আমার কাছে এখনও ধোঁয়াশা ঠেকছে।

আমি বললাম— শোন, ষাটের দশকে কাকদ্বীপ–নামখানার কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭০–এর দশকে রাজনৈতিক খুনোখুনি–র আমলে অর্থাৎ যখন সমস্ত দেশ জুড়ে টালমাটাল অবস্থা তখন বামপন্থী নেতারা ফ্যাকাসে–জরাজীর্ণ পাজামা পাঞ্জাবি, আর উসকো–খুশকো চুল, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, মুখে বিড়ি গুঁজে রাজনীতি করতেন। জনসংযোগের জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেন। সেই অস্থির সময়ে বামপন্থী মানেই যার চাল–চুলো নেই। হতদরিদ্র অবস্থা অথচ বুকে বিপ্লবের স্বপ্ন। আর এই চাল–চুলো হীন চেহারাটা বামপন্থীরা একটা 'ইমেজ' হিসাবে তুলে ধরেছেন। যাকে বলে একদম–

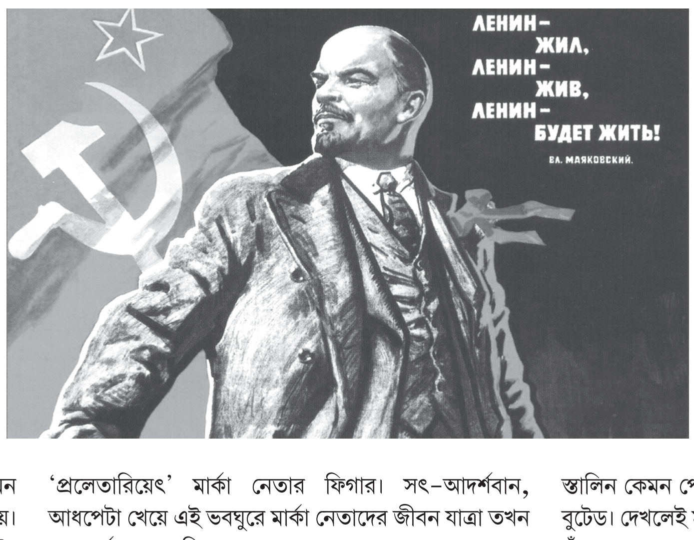

'প্রলেতারিয়েৎ' মার্কা নেতার ফিগার। সৎ–আদর্শবান, আধপেটা খেয়ে এই ভবঘুরে মার্কা নেতাদের জীবন যাত্রা তখন বেশ মর্যাদা পেয়েছিল।

'৭০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা কার্টুন আঁকা হয়েছিল। ''রাস্তা দিয়ে ছেঁড়া পায়জামা–পাঞ্জাবি পরনে ভবঘুরে মার্কা একা লোক যাচ্ছেন। রাস্তার অপর প্রান্তে একটি কিশোর ওই ভবঘুরে মার্কা লোকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, ''বাবা, ওই লোকটা কি কম্যুনিস্ট? উত্তরে বাবা বললেন— ''ছিঃ খোকা, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে অসম্মান করতে নেই।'' এই চালচুলো হীন চেহারা তখন বামপন্থীদের একটা তকমা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরাই তখন পাঁচশো বছরের পুরনো প্রবাদকে পাতা থেকে তুলে এনে দাঁড় করালো— 'চেনা বামুনের পৈতা লাগে না।'

শোন জগা, পোষাক একটা বিশাল ফ্যাক্টর। গত দু–দশক আগে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি একটা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ''একজন মানুষের পোশাক দেখে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে মনের মধ্যে অপর ব্যক্তি যে ধারণা তৈরি করে তা আজীবন থেকে যায়। বাকি ৩০ সেকেন্ডে ওই ব্যক্তির কথোপকথনের থেকে বাকি মনোভাব গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এক মিনিটের মধ্যে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের সম্পর্কে ভাবধারা গড়ে ওঠে। যেটা খুব একটা পাল্টায় না।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করে আরও বলছে মানুষের পোশাক মানুষটির একটা ভাবমূর্তি তৈরি করে দেয়। তুই দেখবি গুন্ডাদের সাজপোশাক একটু অন্যরকম, রাস্তাঘাটে যে সমস্ত মহিলা ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়ায় তাদের পোশাকও ভিন্ন রকম, মার্কিন প্রেসিডেন্টের পোশাক আর মার্কিন হিপিদের পোশাকে বিস্তর ফারাক।

আসলে পোশাকের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ তাঁর নিজের চরিত্র প্রকাশ করে।

জগা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম— যেই কম্যুনিস্টরা চাল–চুলোহীন পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের একবার প্রশ্ন করে বল— কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন কেমন পোশাক পরতেন? তাঁরা তো সব সময় স্যুটেড বুটেড। দেখলেই মনে হয় তাঁদের চেহারা থেকে জ্যোতি ঝরছে। তাঁদের চোখে মুখে আলোর রোশনাই। দীপ্তি ঝরে পড়ছে। মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিনকে দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা প্রাণবন্ত চটপটে। আর আমাদের বামপন্থীরা যেন নিভন্ত প্রদীপ। মন মরা ভাব। আসল কথা কি জানিস জগা বড় স্বপ্ন দেখলে সেই স্বপ্নের উপযুক্ত পোশাক, চালচলন কথাবার্তাও বলতে হয় নতুবা মানানসই হয় না। তাছাড়া কম্যুনিস্টরাই তো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক, উৎকৃষ্ট খাদ্য, উৎকৃষ্ট বাসস্থানের স্বপ্ন দেখে। তাহলে যাঁরা সবচেয়ে বড় স্বপ্ন দেখে, তাঁদের পোশাক হবে ভবঘুরের মতো? একমাত্র জ্যোতি বসুর আচরণ ছিল কম্যুনিস্টচিতো।

জগা কান মুলে বলল— ঘাট হয়েছে দাদা। কাল আমি পোশাক বদলে ফেলব।

পাঠকের কলমে

ঘুম ভাঙুক

সকাল হলেও অনেক রাস্তায় আলো জ্বলে থাকে। আলো নেভাবার জন্য যে কর্মীরা থাকে তাদের ঘুম না ভাঙায় এ দুর্দশা। এতে বহু অপচয় হচ্ছে। এ ব্যাপারে কাউন্সিলরা সক্রিয় হয়ে উঠুন।

নির্মলা সোম, ভবানীপুর

নিকাশিতে আবর্জনা

রাস্তা পরিষ্কারের জন্য যে ঝাড়ুদাররা ঝাড়ু দেয় তারা ঝাঁঝরির মধ্যকার ফাঁক দিয়ে নোংরা ঢোকায়, বারণ করলে শোনে না, এর ফলে জল নিকাশি পথে আবর্জনা জমে ওঠে। এ ব্যাপারে পুর পিতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিজন সে, বালীগঞ্জ

খামখেয়ালি

গত ১৯–২৫ নভেম্বরের ৫ম পৃষ্ঠায় খামখেয়ালি প্রচার শীর্ষক যে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে তা অতীব সত্যি। এ ঘটনা শুধু বেলুড় না অন্যত্রও ঘটে চলেছে। হাওড়া বিভাগ ছাড়া শিয়ালদহের দক্ষিণ, বনগাঁ ও বারাকপুর শাখার বিভিন্ন স্টেশনে নিয়মিত দেখা যায়। বালিগঞ্জ, লেক গার্ডেন্স, টালিগঞ্জ, মাঝেরহাটে ডিসপ্লে বোর্ডে প্রতিদিনই এ ঘটনা চলে। মূল শিয়ালদহের গাড়ি চলে যাওয়ার পর চলে যাওয়া গাড়িটির পথ নির্দেশিকা সময়মতো মোছা হয় না। হাওড়া এবং শিয়ালদহের ডি আর এম–কে এ ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে অনুরোধ করি।

তপন বৈদ্য, ডানকুনি

বীরভূম এক্সপ্রেস

কার্গিলে মৃত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ নভেম্বর কার্গিলের আপাতি এলাকায় গভীর খাদে জিপ উল্টে মারা গেল ২৬ বছরের বীরভূমের এক সেনা জওয়ান। মৃতের নাম উত্তম বাগদী। বাড়ি বীরভূম জেলার মণিপুর গ্রামে। কার্গিলে সেনাবাহিনীর লাইন রেজিমেন্টে কাজ করতো। বাবা মানিক বাগদী দিনমজুর। মা অনিতা বাগদী, স্ত্রী রুম্পা বাগদী, এক বছরের মেয়ে, তিন ভাই, দুই ভাইয়ের বৌ, এক ভাইঝি, বাবা পরিবারের উপার্জনের প্রধান ছিল উত্তম। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মণিপুর, নলহাটি এলাকা। ১৪ নভেম্বর রাতে প্রথমে এক সহকর্মী পরে গভীররাতে এক সেনা অফিসার উত্তমের মৃত্যু সংবাদ বাড়িতে দেয়। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে বাড়ি আসার কথা ছিল।

দুর্ঘটনায় মৃত সাত

অভীক মিত্র : বাহিরি মেলা থেকে ফেরার পথে আমোদপুরের কাছে ছোট গাড়ির সঙ্গে বালিবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে মারা যায় দুজন। জখম ১০ জন। মৃত দুইজনের নাম অরুণ দাস, দীপক পত্রধর (১৩)। আহতরা সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত সুমন মাল (১২)। কড়িধ্যার কালীপুর গ্রামের ঘটনা। আদিত্যপুরে স্কুটি ও বাইক সংঘর্ষে মৃত বুদ্ধদেব ডোম। বাড়ি সীতাপুর গ্রামে। পাড়ুই পথ দুর্ঘটনায় মৃত প্রিয়াঙ্কা মেহেরা (১৮)। জখম সঙ্গী নবাবহাট নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। প্রিয়াঙ্কার বাড়ি সোনাতোড়পাড়ায়।

কাঁটা গড়িয়া মোড়ে বাইকের ধাক্কায় মৃত মুজিবুর রহমান (৬০)। মাড়গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত টোটো চালক সুর শেখ।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বীরভূমের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম জাকিরউদ্দিন মোল্লা। বাড়ি মাড়গ্রামের মোল্লাপাড়া গ্রামে। কলকাতায় কাজ করে মহরমের দুই দিন আগে বাড়ি ফেরে জ্বর নিয়ে। রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনাবস্থায় মারা যায়।

তিন বধূ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পণের দাবিতে গৃহবধূকে ঘাড় ভেঙে খুন করার অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম হাসিনা বিবি। বীরভূমের কলিগ্রামের ঘটনা। হাসিনার বাপের বাড়ি মাড়গ্রাম থানার শিলদহ গ্রামে। সাঁইথিয়ার রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় গৃহবধূ পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম টুম্পা চক্রবর্তী (২৩)। এই ঘটনায় টুম্পার স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নাবড়াশোল গ্রামের এক গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। মৃত গৃহবধূর নাম প্রিয়া দাস। পুলিশ মৃতের স্বামী অনাথ দাসকে গ্রেফতার করেছে।

সর্পাঘাতে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঠে কাজ করার সময় সাপে কামড়ায় ছিটগ্রামের খেতমজুর প্রকাশ সাহাকে। পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় প্রকাশ। সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার পথে সাপে কামড়ায় বীরভূমের ইলামবাজার আনার নারায়ণপুর গ্রামের ঝর্ণা বাদ্যকরকে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় ঝর্ণা।

সবজি বিক্রেতার সততা

নিজস্ব প্রতিনিধি : টাকা তুলতে গিয়ে ব্যাঙ্ক ভুল করে বেশি টাকা দেওয়ায় তা ফেরত দিল বীরভূমের গরিব এক সবজি বিক্রেতা। বাঁশজোড় গ্রামের সবজি বিক্রেতা মোর্তুজা শেখ। সিউড়ি পুরনো হাসপাতালের কাছে সবজি বিক্রি করে। সিউড়ি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে চার হাজার টাকা তুলতে যায়। ভিড়ের মধ্যে ভুল করে ব্যাঙ্ক তাকে ১০০০০ টাকা দেয়। দোকানে এসে দেখে যে, ব্যাঙ্ক তাকে ৬০০০ টাকা বেশি দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়ে ৬০০০ টাকা ফেরত দিয়ে সততার পরিচয় দেয় মোর্তুজা শেখ।

হাওড়া এক্সপ্রেস

কমরেড শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বরাহনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭০ সালের কোন এক সোমবার তৎকালীন সময়ের জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন খুনির হাতে খুন হতে হয়েছিল বামপন্থী নেতাকর্মী স্বপন নাগকে। সেই দিন থেকে প্রতি বছরের মতো এই বছরেও বরাহনগর–বনহুগলি ঝিলপাড়ে স্বপন নাগের (কমরেড) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান হল। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বামপন্থী নেতা তন্ময় ভট্টাচায, অশোক ভট্টাচার্য, কিশোর গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। সভা পরিচালনা করেন কমরেড স্বপন মজুমদার। সভা ফেরত কিছু স্থানীয় মানুষের হাস্যকর জবাবে জানা গেল সিপিএম যদি এতই ভাবে তাহলে ৩৩ বছর ক্ষমতায় থেকে কেন হাত ছাড়া হল ক্ষমতা?

লরির ধাক্কায় আহত বৃদ্ধ–বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ঝুপড়ি ঘরের ভিতরে দুরন্তগতিতে লরি ঢুকে গেলে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন এক বৃদ্ধ–বৃদ্ধা দম্পতি। সেই সময় বৃদ্ধবৃদ্ধা নির্মল মাঝি এবং দিপালী মাঝি ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। লরিটি বিছানার সামনে গিয়ে থমকে যাওয়ায় সেই যাত্রায় বেঁচে যান দুজনই। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার লিলুয়ার বেনারস রোডের উপরে বলে খবরে প্রকাশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় লরিটি প্রথমে হাওড়ার দিক থেকে এসে বেনারস রোডের দিকে যেতে গিয়ে কাছেই একটি ক্লাব ঘরে ধাক্কা মারে। সেই সময় ক্লাব ঘরে কেউ ছিলেন না। ফলে কারও কোনও ক্ষতি হয় নি। তার পরেই ঝুপড়ি ঘরে ধাক্কা মেরে বসে লরিটি। লরির ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ইটের পাঁচিল। সেই আঘাতে প্রচন্ড আহত দুই জনকেই শিবপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ লরিটি আটক করে। লরির চালক পলাতক, সম্ভবত ভোরে চাল ঘুমিয়ে পড়াতেই ধাক্কার অনুমান পুলিশের।

ঝড়খালির লোকালয়ে বাঘের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝড়খালি : মঙ্গলবার রাতে নদীর ধারের লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার ত্রিদিবনগর গঙ্গামেলা এলাকায়। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে হেড়োভাঙা গঙ্গামেলা বিদ্যা জোন থেকে একটি বাঘ বের হয়ে বিদ্যানদীর চড়ে ঘুরতে থাকে সেই সময় বেশ কিছু মৎস্যজীবী নৌকা করে মাছ কাঁকড়া ধরছিল। মৎস্যজীবীরা নদীর চড়ে বাঘটিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বাঘটি নদীর চড় থেকে কিছুটা উঠে নদীর ধারে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। মৎস্যজীবীরা সঙ্গে সঙ্গে মাতলা রেঞ্জ বন দফতরে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনদফতরের কর্মীরা। তারা পটকা ফাটাতে থাকে। পটকার শব্দে বাঘটি আবার হেড়োডাঙা গঙ্গামেলা বিদ্যা জোন জঙ্গলে ঢুকে যায়।

পরের দিন বুধবার সকালে বেশ কিছু গ্রামের মানুষজন নদীর ধারে লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। এমন কি এই খবর ছড়িয়ে পড়তে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ঝড়খালিতে থাকা সুন্দরবন পর্যটকরা। এদিকে বাঘ যাতে লোকালয়ে না ঢুকতে পারে তার জন্য ত্রিদিবনগর গঙ্গামেলা এলাকায় নেট জাল দিয়ে ঘিরে দেয় প্রায় ১ কিমি। ২০১৪ সালে ক্যামেরা পেতে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা উঠে আসে ৭৬টি। ডব্লুডব্লুএফ (ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড) সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প, জেলা বনদফতরের যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের সেঞ্চুরি এলাকায় বাঘ গণনার জন্য উন্নতমানের প্রায় ১০০টি ক্যামেরা পাতা হয়। বর্তমানে ৯ থেকে ১০টি বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫ প্লাস। ক্যামেরায় বন্দি হওয়া বাঘের ছবি দেখে এই সংখ্যা উঠে এসেছে। মাতলার রেঞ্জ অফিসার নীলরতন গুহ জানান রাতে বাঘটিকে দেখতে পায় মৎস্যজীবীরা। তারা বনদফতরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বনদফতরের কর্মীরা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। বাঘটি আবার জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে। বনদফতরের কর্মীরা নেট জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে যাতে লোকালয়ে বাঘটি আর ঢুকতে না পারে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

জাল রুখতে বাতিল হতে পারে একশো টাকার নোটও

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোষে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। কালো টাকার ব্যাপারে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় কয়েকটি বড় সোনার দোকান, ওষুধের দোকান, নার্সিংহোম সহ কয়েকজন চিকিৎসক আয়কর দফতরের জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি বারাকপুরের একটি বিরিয়ানির দোকানও আছে এই তালিকায় বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। যদিও বিষয়টাকে গুজব বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ যে দেশীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য বলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক মহল। তাদের বক্তব্য, 'কালো টাকা উদ্ধারের নামে প্রধানমন্ত্রীর এটা একপ্রকার তুঘলকী পদক্ষেপ। তাঁর এই পদক্ষেপে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট সাধারণ গৃহবধূরা।' স্বামীর উপার্জন থেকে অনেকেই বাজার খরচ বাঁচিয়ে তিল তিল করে বিপদের বন্ধু হিসেবে কয়েক হাজার করে টাকা সঞ্চয় করেছিলেন স্বামীর আজ্ঞাতে। প্রধানমন্ত্রী এই পদক্ষেপে আজ তারাও দিশেহারা বলে মন্তব্য বেশ কয়েকজন গৃহবধূর।

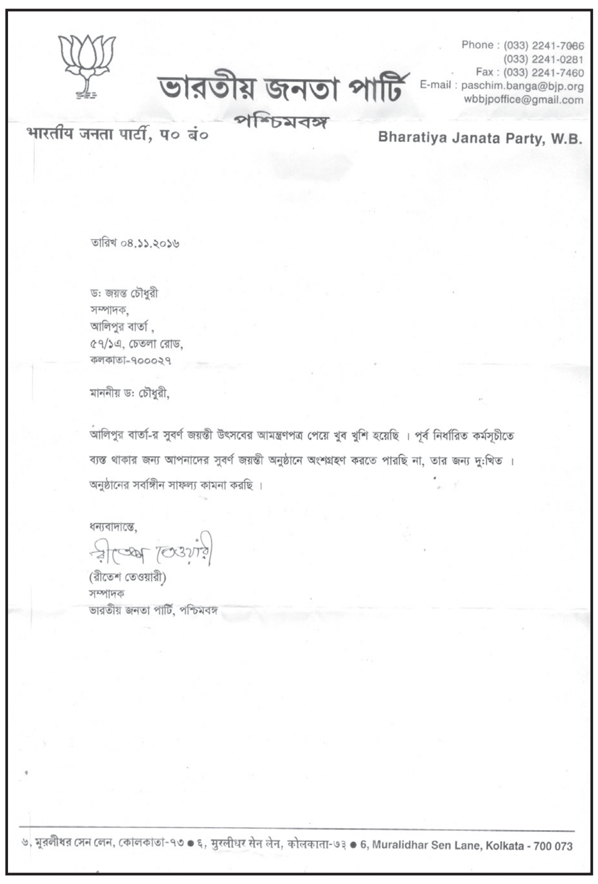

Phone : (033) 2241-7066
(033) 2241-0281
Fax : (033) 2241-7460
E-mail : paschim.banga@bjp.org
wbbjpoffice@gmail.com

ভারতীয় জনতা পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ

भारतीय जनता पार्टी, प० बं०

Bharatiya Janata Party, W.B.

তারিখ ০৪.১১.২০১৬

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী
সম্পাদক,
আলিপুর বার্তা,
৫৭/১এ, চেতলা রোড,
কলকাতা-৭০০০২৭

মাননীয় ডঃ চৌধুরী,

আলিপুর বার্তা-র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচীতে ব্যস্ত থাকার জন্য আপনাদের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারছি না, তার জন্য দু:খিত। অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

(রীতেশ তেওয়ারী)
সম্পাদক
ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

৬, মুরলীধর সেন লেন, কোলকাতা-৭৩ ● ६, मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता-७३ ● 6, Muralidhar Sen Lane, Kolkata - 700 073

বফর্স স্মৃতি উসকে বিরোধী সমাহার

প্রথম পাতার পর

'চোরের মায়ের বড় গলা' প্রবাদের ঢক্কানিনাদ যেন বেশি করে বেজে উঠছে বিরোধীদের এই নবতম সমাহারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এবারের আন্দোলনে বিরোধীদের এককাট্টা করার প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন আমাদের সবার প্রিয় সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকারের সঙ্গে তাঁর 'তুতু–ম্যায় ম্যায়' সম্পর্ক অবশ্য নতুন কিছু নয়। লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদির কোমরে দড়ি পরানোর কথা বলেছিলেন মমতা। মোদিও পালটা দিয়েছিলেন সারদা–নারদা নিয়ে তোপ দেগে। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি জিএসটি বা অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে মোদি–মমতা এক বন্ধনীতে চলে এসেছেন। সেই মমতাই যেন নোট বাতিলের ইস্যুতে বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এটা ঠিক সকলকে তাক লাগিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যা নিয়ে রাজ্যের গদিতে ফের বসার পর থেকেই মমতা 'পাখির চোখ' করেছেন দিল্লিকে। ফেডারেল ফ্রন্ট গঠন নিয়েও বিস্তর তোড়জোর শুরু করেছেন তিনি। সম্ভবত দেশের প্রধান শাসক দলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রধান মুখও হতে চাইছেন তিনি। সপ্তাহে প্রায় দুবার দিল্লি যাত্রা বোধহয় এই কারণেই। এমনকি যুযুধান সিপিএমও এখন তার কাছে অচ্ছুৎ নয়। যদিও স্বচ্ছতার বিরুদ্ধে সততার মুখের এই পদক্ষেপকে দেশবাসী ঠিকভাবে নিচ্ছেন কিনা সেটাই সন্দেহের।

মধ্যমণি হওয়ার লক্ষ্যে মমতা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সমস্যা কমার চেয়ে যদি বেড়ে যায়, তাহলে মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবে। তখন কি হবে? অনেকে বলেছেন আরও কোমর বেঁধে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতীয় রাজনীতির মধ্যমণি হয়ে উঠবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পুরোদস্তর রাজনীতিবিদ। যেভাবে ভারতবর্ষব্যাপী তিনি চর্চিত হচ্ছেন, তা অবশ্যই লক্ষণীয়। ২০১৯ সালে যদি মোদি ম্যাজিক ফেল করে, তাহলে একক দল হিসাবে ভারতবর্ষে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবে কিনা, তা যথেষ্ট সংশয়ের। মিলিজুলি অবিজেপি সরকার হলে, সেই সরকারের প্রধান মুখ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে মনে হয় কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কংগ্রেস বাদে ভারতবর্ষের বিরোধী দলগুলি আঞ্চলিক রাজনীতির লাভক্ষতির হিসাব কষতে ব্যস্ত। এর আগেও মমতাকে ফেডারেল ফ্রন্টের নামে গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছেন। এবারেও নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে একজোট হওয়া বিরোধীরা যদি ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে মমতার নেতৃত্ব উপেক্ষা করা মুশকিল হবে।

প্রসঙ্গত ২০০৯ সালে আলিপুর বার্তার প্রয়াত সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহ একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন, আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাংবাদিক গুহর সেই সুদূর প্রসারী মন্তব্য কি আগামী দিনে বাস্তব হতে চলেছে? সময়ই এর উত্তর দেবে। পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আজ জাতীয় রাজনীতিতে মমতা অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে যদিও নোট ইস্যুতে সবাই খড়কুটো ধরার চেষ্টা করছে।

কার্তিক ওঁরাও জন্মজয়ন্তী

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স পার্শ্বস্থ মাঠে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি পরিচালনায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে যথাযথভাবে পালিত হয় কার্তিক ওঁরাও জন্মজয়ন্তী ও অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের প্রতিষ্ঠা। এছাড়া এদিন একটি প্রকাশ্য মহা সমাবেশের আয়োজন হয়। ৯২ তম বর্ষ কার্ত্তিক ওঁরাও জন্মজয়ন্তীতে তার ছবিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ সমজীভাই দোসর, সাংসদ দশরথ তিরকী, ঝড়খন্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিকাশ পরিষদের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদিকা গীতশ্রী ওঁরাও, বিধায়ক সুনীল চন্দ্র তিরকী, দার্জিলিং লেপচা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এল. এস. থমসন, অঃভাঃআঃ

বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির সভাপতি বঙ্গভূষণ বিরশা তিরকী, স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল প্রমুখ। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সভাপতি রাজ্য সভাপতি বলেন বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন। তারই উদ্যোগে জঙ্গল মহলে আদিবাসীদের উন্নয়ন সাড়া পড়ে গিয়েছে। সুন্দরবনের আদিবাসীদের উন্নয়নে মডেল স্কুল হবে। সেটি গোসাবা বা বাসন্তীতে আদিবাসী মডেল স্কুল হবে। আদিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সরকার এগিয়ে এসেছে। ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদিকা অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের তথা কার্তিক ওঁরাও–র মেয়ে গীতশ্রী ওঁরাও তার বাবার আদর্শ তুলে ধরেন। স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের আর্থিক সামাজিক, শিল্প, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক সহ একাধিক উন্নয়নে আদিবাসীদের পক্ষে রাজ্য সরকার আছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়ের উদ্যোগে সুন্দরবন জুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। এদিন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাজার হাজার আদিবাসী ও সাধারণ মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। যা ছিল চোখে পড়ার মতন। এদিনের অনুষ্ঠানে উঠে আসে সুন্দরবনে আদিবাসীদের উন্নয়নে টাস্ক ফোর্স তৈরির দাবি। ধামসা–বাদলের ছন্দে আদিবাসী শিশু ও মহিলাদের আদিবাসী নৃত্যে মুগ্ধ করে দেয় সকলকে। এমনকি আদিবাসী শিশুদের নিয়ে পালন হয় শিশু দিবস।

জ্যোতির্ময়ের ঋণ দান

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে জ্যোতির্ময় বাণিজ্য স্কুল থেকে একটি উদ্যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগ শিবিরের বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামগঞ্জের ছেলে মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য টাকা ধার দেওয়া হয়। এই উদ্যোগ শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যারা নিজের ব্যবসা করতে ইচ্ছুক তাদের সুদ ছাড়া টাকার ধার দেওয়ার পরিকল্পনা কথা জানাবার জন্য। সেদিন এই সেমিনার করা হয় মহামায়াতলা জয় হিন্দ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন উদ্যোগ শিবিরের প্রধান পার্থসারথি গঙ্গোপাধ্যায়, সভাপতি গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ, মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, সোনারপুরে দুই বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম ও জীবন মুখোপাধ্যায়। এছাড়া বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গরা। প্রধান বক্তা ছিলেন রেজ্জাক মোল্লা। তিনি বলেন আজকাল ছেলে মেয়েরা পাশ করে বেরোচ্ছে কিন্তু বাজারে চাকরি নেই। সবাইতো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না। যারা বিএ, এমএ, পাশ করছে তারা যদি নিজেদের ব্যবসার দিকে ঝোঁকে তাহলে এর থেকে বেশি কি আনন্দ হতে পারে। আমি বলবো এই জ্যোতির্ময় স্কুল যেভাবে সুদ ছাড়া ঋণ দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে এটা একটা ভালো উদ্যোগ। বাড়িতে মশলা তৈরি করে দোকানে দোকানে বিক্রি করাটা লাভজনক। কিন্তু মানুষেরা একটা ব্র্যান্ড নাম দেখে কেনে। জানতে হবে কোথায় বাজার। যেমন ভাঙরের কথা বললেন, ওখানে শুধু জিনসের প্যান্টের জন্য কাটা কাপড় আসে, শুধু সেলাইয়ের মজুরি দেয়। কিন্তু যারা শুধু মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তাদেরকে জানতে হবে আসল বাজারটা কোথায়। যদি চিনতে পারে তাহলে সরাসরি সেখানে জিনস প্যান্ট সাপ্লাই করতে পারে। আরও বেশি করে লাভজনক ব্যবসা হবে। চাষিরা যে সমস্ত ফসল ফলায় তাদের কাছ থেকে মহাজনেরা কিনে নেয়, কিন্তু তারা যদি সরাসরি বাজারে মাল বেচতে পারে প্রচুর পরিমাণে টাকা তাদের ঘরে আসবে। এছাড়া বলেন যারা রপ্তানি করছে তাদের সঙ্গে যদি যৌথ ভাবে রপ্তানি করা যায় তাহলে এর মধ্যে দালাল চক্র থাকবে না। অনুষ্ঠান শেষে সুন্দরবন থেকে আসা জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী সোমনাথ পাত্র, ঋণ শোধ দেওয়ার জন্য চেক দেন।

ট্রেড ইউনিয়ন তৈরিতে অনুমতি লাগবে : দোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শ্রমিক সম্মেলন হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়া মহামায়াতলায় জয়হিন্দ ভবনে। এই সম্মেলনে জেলা থেকে আসা সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকরা এসেছিলেন প্রায় ৩ হাজার। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেয়র ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূলের সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়। বিধায়ক ও তৃণমূলের যুব সভাপতি শওকত মোল্লা, মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ও দক্ষিন চব্বিশ পরগনার সদ্য দায়িত্ব পাওয়া শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শক্তি মন্ডল। শোভনবাবু এরপর মোদির নোট বাতিলের বিরুদ্ধে বলেন সময় না দিয়ে যেভাবে রাতারাতি একটা সার্জিকাল স্ট্রাইক করা হল এতে গরিব মানুষ বিপদে পড়ল। আর কঠিন নিয়মের মধ্যে পড়ে দিন আনা দিন খাওয়া গরিব মানুষদের অন্ধকারে ঠেলে দিল।

আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গিয়ে লড়াই করছেন সাধারণ মানুষদের জন্য। সুতরাং আমরা এখানে লড়াই চালিয়ে যাব। দোলা সেন বলেন, বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যত্র তত্র অফিস করে ট্রেড ইউনিয়নের ফ্লেক্স টাঙিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগিয়ে একটা করে ইউনিয়ন অফিস খুলছে। এগুলো বরদাস্ত করা হবে না। একটাই ট্রেড ইউনিয়নের অফিস থাকবে। যদি কেউ শ্রমিক সংগঠনের অফিস খুলতে চায় তাহলে তাকে তৃণমূল ভবন থেকে অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া সরকারি ভাবে রেজিস্ট্রি করাতে হবে। তাহলে অফিসটি বৈধ বলে স্বীকৃত পাবে।

গরিবদের জন্য রুটি ব্যাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীন দরিদ্র দুঃখী গরিব ফুটপাতবাসীদের জন্য চালু হয়েছে রুটি ব্যাঙ্ক। রিষড়া ষ্টেশন রোডে রোজ রাতে দেওয়া হচ্ছে বিনা পয়সায় রুটি তরকারি। এলাকার শ্রী নারায়ণ সেবা সংঘের পরিচালনায় স্থানীয় সমাজসেবী পঙ্কজ সিংয়ের মূলত উদ্যোগ এটি। সম্প্রতি এই কর্মকান্ডকে ঘিরে একটি আনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে লুচি তরকারি খাওয়ানো হয়। এই কর্মকান্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রিষড়া থানার অফিসার ইন চার্জ প্রবীর দত্ত। সমাজসেবী পঙ্কজ সিং জানান, গত এক বছর ধরে আমরা প্রায় হাজারের কাছাকাছি দীন দরিদ্র দুঃখী গরিব মানুষকে রোজ রাতে বিনা পয়সায় রুটি তরকারি খাওয়াচ্ছি। গরিবদের জন্য এই রুটি ব্যাঙ্ক রাজ্যের অন্য কোথাও নেই এমনটাই তাঁর দাবি। ভবিষ্যতেও আমরা এটা দিয়ে যাব। 'রোটি–কাপড়া–মকান' এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের চাহিদা বহুদিন ধরেই সমাজে রয়েছে। তার একটির সংস্থান হলে তো খুশির ইয়ত্তা নেই।

বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তফশিলী জাতি তফশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের এতদ্বারা অবগত করা হইতেছে যে অনলাইন বৃত্তির জন্য (প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক) আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত সময়সীমার বাহিরে কোনো আবেদন গ্রহণ এবং Verification করা হইবে না।

উপরোক্ত তথ্য বিশদে জানতে নিজ ব্রক অফিস/মিউনিসিপ্যালিটি অফিস/মহকুমা শাসকের দপ্তরে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

আদেশানুসারে
রামকৃষ্ণ মালী
প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ আধিকাকরিক
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১২৫৮/১(৩)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৩.১১.১৬

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

গ্যালারি থেকে

ফাটাফাটি যুগলবন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ঝাঁক চিত্রশিল্পী এবং ফটোগ্রাফার্সদের নিয়ে ১৮–২৩ নভেম্বর গ্যালারি গোল্ডে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল অভিবন্দনা। প্রথম দিন প্রদর্শনীর সূচনা ঘটে চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অতনু পাল, সুব্রত ঘোষ এবং রাজ্যশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে।

বিভিন্ন নতুন নতুন প্রতিভাদের তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে। তার মধ্যে পম্পা প্রধানের কাজ বিশেষ ভাবে দর্শকের মন কেড়েছে। বর্ণীনি মিত্রর রঙিন ক্যানভাস মুগ্ধ করে। প্রায় ৩৪ জনের ৫২টি আঁকা এবং ২৯টি ফটোগ্রাফ দিয়ে সেজে উঠেছিল অভিবন্দনার প্রথম প্রয়াস। রাখি ব্যানার্জি, সন্দীপ আদক, পম্পা রায়, নবকিশোর চন্দ্র, ঋত্তিকা মাইতি, মৌমিতা দাস, অলিভা মান্না, দীপ্তেশ সাউ, মধুশ্রী শীল সহ আরও অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিল।

বিভিন্ন জিনিস ক্যামেরায় লেন্স বন্দি করে রাখে বহু লোক। সেই সব ক্যামেরার কারুকার্যই গ্যালারি গোল্ডের একদিকে প্রদর্শিত হয়েছিল। যার মধ্যে বিশেষ ভাবে মন কেড়েছে সায়নী ঘোষের তোলা ছবি। এছাড়াও অভিমন্যু দাস, সন্দীপ রায় এবং জয় দত্তর তোলা ছবি অন্য আঙ্গিকের মাত্রা এনেছে প্রদর্শনীতে। দুজনেরই ছবি খুবই ন্যাচারাল। তাই জন্যই বোধহয় দর্শকের মন কাড়তে সাহায্য করেছে। অনুরাধা চ্যাটার্জি এবং রাজশেখর পালের তোলা ছবিও বেশ ভাল। তবে বিশেষ ভাবে মন কেড়েছে অনুজা তাঁতিয়ার 'ফেসেস' যাতে ফুটে উঠেছে গঙ্গাসাগরে যাওয়া বিভিন্ন সাধুর মুখ। যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দর্শককে মুগ্ধ করছে। তার এই সংগ্রহ সত্যিই অনেকের চেয়ে অন্য ধরনের। ২২ তারিখ রাজ্যশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওয়াসিম কাপুরের উপস্থিতিতে সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার আয়োজিত একটি আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। যার বিষেয় ছিল বয়স্কদের বয়সকালের একাকিত্ত কি ভাবে ঘোচানো যায়।

হাওড়ার ধান্দালীতে গড়ে উঠেছে পূর্ণেন্দু স্মৃতি শিল্পগ্রাম

জয়িতা কুন্ডু

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার এক প্রত্যন্ত গ্রাম ধান্দালী। এই গ্রামেই গড়ে উঠেছে পূর্ণেন্দু স্মৃতি শিল্পগ্রাম। হাওড়া জেলার নাকোল গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একদিকে কবি, ঔপন্যাসিক, শিশু সাহিত্যিক, সাহিত্য গবেষক আবার অন্যদিকে চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রচ্ছদ শিল্পীও। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ একমুঠো রোদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর প্রথম চলচিত্র স্বপ্ন নিয়ে মুক্তি পায়। তাছাড়াও স্ত্রীর পত্র, ছেঁড়া–তমসুক, মালঞ্চ সহ একাধিক চলচ্চিত্র তিনি পরিচালনা করেন এবং বহু পুরস্কার অর্জন করেন।

এই পূর্ণেন্দু পত্রীর স্মৃতিতেই শিল্পী রণজিৎ কুমার রাউত একটি সমিতি গঠন করে গড়ে তুলেছেন পূর্ণেন্দু স্মৃতি শিল্পগ্রাম। এই গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৬ এখানে পূর্ণেন্দু স্মৃতি শিল্প প্রদর্শনশালার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করলেন উলুবেড়িয়া

শিল্পগ্রামে যেমন আছে পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখা বই, আঁকা ছবি তেমনি আছে তাঁর জীবনের নানা বর্ণনা। আছে গ্রামীণ শিল্পীদের পোড়ামাটির হাতের কাজ, তাঁদের আঁকা ছবি প্রকৃতি। দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায়। উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্টজন। ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট সাহিত্য সেবী মোহনলাল কাপড়ী মহাশয়কে।

শক্তি আরাধনায় জনজোয়ার মহকুমায়

অভিজিৎ মন্ডল : কালো মেঘের চোখ রাঙানি উধাও। হেমন্তের শিশির ঝরা সন্ধ্যায় শুধু মৃদু শীতল অনুভূতি, তাই আনন্দ ও উচ্ছ্বাস গায়ে মেখে পাড়ার চেনা রাস্তা হঠাৎ অচেনা হয়ে উঠল রঙ বেরঙেরে আলোর রসনায়। শুক্রবার আকাশে মেঘ দেখে সবার কপালেই দুশ্চিন্তার চওড়া ভাঁজ পড়েছিল। বিশেষ করে পুজো উদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তার পারদ ক্রমশ বাড়ছিল। এদিন অবশ্য সেই দুশ্চিন্তার মুক্তি দিয়েছে পরিস্কার আবহাওয়া। মাধবপুর সূর্য তরুণ সংঘ এই ক্লাবটির নাম অনেকের অজানা হলেও ডায়মন্ড হারবার মহকুমার প্রতিটি মানুষ এক ডাকে চেনেন এই ক্লাবটিকে। থিমের পুজোর তালিকায় একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে এই ক্লাবটি। প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও তাদের চিন্তাভাবনায় ছিল এক নতুনত্যের ছাপ। এবার তাদের পুজো মন্ডপটি তৈরি হয়েছিল বিহারের মধুবনের আদলে। ক্লাব সদস্যদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন বিহারের মধুবনের মানুষেরা চিত্রের পুতুল তৈরির মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত।তাই সেই চিত্রই তুলে আনতে চেয়েছি আমাদের মন্ডপে। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধরনের আলোর খেলা, প্রথমদিন থেকেই মানুষের ঢল নামে এই পুজো মন্ডপটিকে কেন্দ্র করে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় এবার তাদের পুজো মন্ডপটি উদ্বোধনে এসেছিলেন প্রখ্যাত জি–বাংলার আকর্ষণীয় সিরিয়াল 'আমার দুর্গা'র চারুলতা চরিত্রে অভিনিত অনিন্দিতা ভট্টাচার্য ও স্টার জলসার আকর্ষণীয় সিরিয়াল 'পটল কুমার গানওয়ালা'র পটল–হিয়া দে এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ।

দীপক মুখার্জীর চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ গ্যালারিতে চিত্রী দীপক মুখার্জীর একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। দীপক মুখার্জী সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে ওখানেই শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করে বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। তিনি এর পূর্বে একাধিক একক ও সম্মেলক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্য ও জাতীয় স্তরে তিনি বেশ কয়েকটি সম্মানলাভ করেছেন। এই প্রদর্শনীতে তাঁর করা অ্যাক্রেলিক, তেলরঙ ও মিশ্র মাধ্যমের কাজ দেখা গেল। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতেই তিনি বাস্তবধর্মী কাজের সঙ্গে নিজস্ব কল্পনার এক সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রঙের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি কাজেই এক স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে যা দর্শককে আনন্দ দেয়।

স্পেকট্রাম আর্টিস্ট সার্কেলের প্রদর্শনী

সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে স্পেকট্রাম আর্টিস্ট সার্কেল তাদের চুয়াল্লিশতম বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। সেখানে কলকাতা, হাওড়া, নদিয়া, বেঙ্গালুরু এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু চিত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। চিত্রী সুচিত্ত অধিকারী অ্যাক্রেলিকে মুখাবয়ব পাখি নিয়ে কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ করেছেন। সুদীপ্ত রায় অ্যাক্রেলিককে জলরঙের মতো ব্যবহার করে কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন ছবি এঁকেছেন। প্রকাশকান্তি দের কাজে ভারতীয় রীতির ছাপ দেখা গেল। ভরত বণিকের ফাইবারে করা রিলিফ এর কাজটি ভাল লাগে। উদয় ভৌমিকের কাজ যথাযথ। বিমল বাইন জলরঙে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। দীপঙ্কর দাসের ছবিতে মানুষ ও পশুর সহাবস্থান দেখা গেল। অচিন্ত্য দাস ড্রইয়ং ধর্মী কাজ করেছেন। মিন্টু রায় অ্যাক্রেলিকে প্রকৃতিকে ধরতে চেয়েছেন। তাপস পালের জলরঙে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ধরা পড়েছে। শুভেন্দু চক্রবর্তী প্রকৃতিকে একটু অন্যভাবে দেখতে চেয়েছেন। নিতাই বণিক মিশ্র মাধ্যমে কাজ করেছেন। গোবিন্দ রায় প্রকৃতির সঙ্গে জীবনকে মেলাতে সচেষ্ট হয়েছেন। শম্পা করও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্মেলন ঘটিয়েছেন। অর্পিতা দাসের কাজগুলি দর্শককে আনন্দ দেয়। অর্পিতা বসুর ছবি যথাযথ। স্বপন পোল্লে মুখাবয়বের ছবি এঁকেছেন। অনুপ গিরি ফিগার নিয়ে কাজ করেছেন। সুবুদ্ধ ঘোষ ড্রইং নির্ভর ছবি এঁকেছেন। মুরারী বসুর ছবির বিষয় নারী। অনুপম কর্মকারের ছবি যথাযথ। অঞ্জন সেনগুপ্ত প্যাঁচার ছবি এঁকেছেন। মলয় চন্দন সাহা ইংকে ভাল কাজ করেছেন। বিশ্বজিত মন্ডল এর কাছে ক্রিয়েটিভিটির পরিচয় পাওয়া গেল। সুকুমার

দাসের কাজ যথাযথ। সমীর সাহার কাজে ভাস্কর্যের ছাপ দেখা যায়। **সুমিত দাশগুপ্ত**

ডায়মন্ড হারবার টাউন ক্লাবের কালী আরাধনা

মেহেবুব গাজি : শুধু কলকাতাই নয় শক্তি আরাধনায় মেতেছে বিভিন্ন জেলা সদর থেকে শুরু করে দূর–দূরান্তের প্রান্তিক গ্রামগুলিও। ডায়মন্ড হারবার মহকুমার একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব হল টাউন ক্লাব। খেলার জগতে বিশেষ স্থান দখল করে আছে ডায়মন্ডহারবার মহকুমার এই ক্লাবটি। শুধু খেলাই নয় মাতৃ আরাধনায় তাদের প্রতিভাও কম নয়। এবার তাদের পুজো পা দিল ৯৮তম বর্ষে। প্রত্যেক বছর এর মত এই বছরও তাদের চিন্তা ভাবনায় উঠে এসেছিল কিছু নতুন পরিকল্পনা, এবার তাদের মন্ডপ তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়

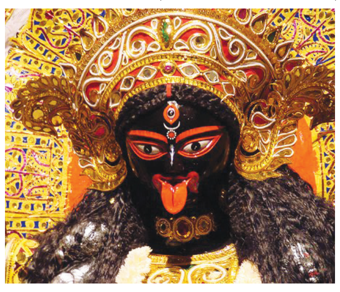

পাটকাঠি ও প্রতিমাটি তৈরি হয় বাঁশ গাছের বিভিন্ন অংশ দিয়ে। প্রথম দিন থেকেই মানুষ ভিড় জমিয়ে ছিল এই পুজো মন্ডপটিতে। পুজোর উদ্বোধন করতে আসেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমার বিধায়ক মাননীয় দীপক কুমার হালদার মহাশয়, পুরমাতা মাননীয়া মীরা হালদার ও ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি গৌতম মিত্র সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্টজন প্রত্যেকের মুখেই শোনা গেল প্রতিমা শিল্পী কালীদাস প্রামাণিক এর প্রতিভার কথা আর সেই প্রতিভাকেই সংরক্ষণ করে রাখতে এবার উদ্যোগ নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার দক্ষিণবঙ্গ সংগ্রহ শালা তারা এই প্রতিমাটি নিজেদের সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

কাঁঠালিয়ার সঙ্গে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে আছে পুতুল শিল্প

দীপক কুমার বড়পন্ডা

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ব্লক–এর কাঁঠালিয়া গ্রামটি একসময় বিখ্যাত ছিল পুতুল তৈরির গ্রাম হিসেবে। নানারকম পুতুল তৈরি হত সেখানে। কিন্তু আজ সেসব অতীত কথা। বহরমপুর শহর থেকে কর্ণসুবর্ণ পেরিয়ে পৌঁছনো যায় সেই গ্রামে। শোনা যায়, কাঁঠালিয়া হল্ট স্টেশনটি তৈরি হয়েছিল এখানকার শিল্পীদের কথা ভেবেই। একসময় এখান থেকে এত পুতুল বাইরে যেত যে রেল দপ্তর এখানে একটি হল্ট স্টেশন বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কাটোয়া আজিমগঞ্জ রেল লাইনে কাঁঠালিয়া হল্ট স্টেশনের কাছেই এই শিল্প–গ্রাম কাঁঠালিয়া। এখন শোনা যাক, এই গ্রামের নানা কথা।

মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়া গ্রামের ফুলবাসিনী পাল ৮৭ বছর বয়সেও বেশ শক্তপোক্ত। খানিকটা দ্রীপ্ত। বছর কুড়ি আগে তিনি পুতুল তৈরি ছেড়েছেন। আগেতো তিনি গোয়ালিনী পুতুল, সিপাহী পুতুল, গমপেষাণী পুতুল, উকুন তোলানী পুতুল, ডালকড়াই পেষাণী পুতুল, বাচ্চা শোয়ানী পুতুল প্রভৃতি নানারকম পুতুল তৈরি করতেন। আর এই গ্রামতো পুতুল তৈরির গ্রাম হিসেবেই খ্যাত ছিল। এখন এখানে প্রচুর ঘোড়া পুতুল তৈরি হয়। এই ঘোড়া পীরের থানে দেওয়া হয়। এইগুলি বিভিন্ন দামে বিকোয়, সেই পাঁচ টাকা থেকে তার বেশি। এইগুলি মন্দির–মসজিদে দেন ভক্তরা।

ফুলবাসিনী খানিকটা নরম মাটি হাতের কাছে পেয়ে 'ঝুড়ি মাথায় পুতুল'টা বানিয়ে ফেলেন অনায়াসে। আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে সাধন পাল মায়ের জন্য গর্ব করেন। বলেন, 'মা পুতুল তৈরি করেই আমাদের বাঁচিয়েছেন। পুতুল বেচেই আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। মা তৈরি করতেন, আমরা ঝুড়িতে করে বেচতে যেতাম নানা মেলায়।' সাধন বাবুর এক ছেলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে মৃত্তিকা শিল্পের কাজে যুক্ত আছেন। এক মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মাটির তৈরি ভাঁড়, পুতুল পোড়ানোর ভাটি তৈরিতে তিনি ব্যস্ত তখন। কথা বলার ফুরসৎ পান না। সাধনের গর্বিত ধ্বনি আবার উচ্চারিত হয়, 'এটা আমাদের জাত পেশাতো। তাই অন্য চাকরি করলেও মাটির কাজ আমরা ছাড়ি না।'

কাঁঠালিয়া–র অর্দ্ধেক পরিবার মাটির কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। এমনি আমরা ১৬৫ টি পরিবার এই গ্রামে আছি, যারা এই শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। আমাদের স্বজাতি কুম্ভকার ছাড়াও আরো অনেকে আছেন, যাঁরা পরোক্ষভাবে এই কাজের ওপর নির্ভরশীল। ভাটি সাজানো, মাল বওয়ার জন্য ভ্যান প্রায় ৫০–৬০টি আছে, তারা মার্কেটে মালগুলো পৌঁছে দিয়ে আসে। কাঁঠালিয়া হল্ট স্টেশনে মালগুলো যখন মাথায় করে নিয়ে যায়, তখন দেখার মতন একটা দৃশ্য হয়। বলা যেতে পারে কাঁঠালিয়ার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ এই হস্ত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এর ওপরেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

এখানকার ঘোড়ার খুব নামডাক। এখানে ঘোড়া তৈরি করতে শুকনো মাটিতে সমপরিমাণ জল দিয়ে মাটিটা এমনভাবেই তৈরি করতে হয় যে, আটার রুটি ভাজার জন্য যেভাবে আটাটা করতে হয় সেইভাবে। সেইভাবে করার পর যেভাবে মাটি করা হবে, তার একটা মাপ আছে, পা, লেজ, সিং তৈরি করে রোদ্দুরে দেওয়া হয়, রোদ্দুরে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর, একটু যখন শুকিয়ে যায়, খুব বেশি না, অল্প হয়তো একটু রসটা মরে গেল, তখন জল দিয়ে একটু চিকন করে দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে মূল কাজ। তারপরে রং করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে ঘোড়া তৈরির কাজ।

এখানে একটা পুতুলের খুব নাম ছিল – গোয়ালিনী পুতুল। হাতে কোলে বাচ্চা থাকত, মাথায় ঝুড়ি থাকত। পা–টা দেখা যেত না। মেলায় চলত, ফেরিওয়ালারা বিক্রি করত। সিপাহী – লাল টুপি, হাতি, উকুন তোলা, যাঁতা পিষছে, ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে – নানাধরনের মডেল – এইগুলো মেলায় মেলায় বিক্রি হত। ইদানিংকালে নতুন নতুন বেরিয়ে যাওয়ার ফলে এগুলো আর সেইভাবে যাচ্ছে না। এগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলা চলে। প্রায় পনের – বিশ বছর ধরে এগুলো আর চলছে না। এগুলো মেয়েরাই করতেন। কেউ অর্ডার দিলে এখন কেউ বানায়।

মাটি তৈরির জন্য নানা পদ্ধতি আছে। মাটি তৈরিকে বলা হয় মাটি বসানো বা মাটি সানা। জল দিয়ে গাদা মারা হয়। পরিস্কার করা হয় যাতে একটা বালি, কাঁকর, শিকড় কিছু না থাকে। রং শিল্পীরা নিজেরা তৈরি করেন। চাঁদপাড়া গ্রামপঞ্চায়েত–এ যে লাল মাটি পাওয়া যায়, সেই মাটি রোদ্দুরে শোকানো হয়, শোকানোর পর উনুনে তাপ দেওয়া হয় ভাল কয়লা দিয়ে। লোহার কড়ায় পুরো ভেজে নেওয়া হয়। তারপর ঠান্ডা করে কালো খয়ের, ভালো সোডা, জল মেশানো হয়, এরপর ফোটানো হয়, তখন লালের মতন কালার হয়ে যায়। এটাকে লাল মাটির গায়ে মাখিয়ে নিয়ে রোদ্দুরে শোকানো হয়, তারপর পাত্রে জলের সঙ্গে মেশানো হয়, পরপর পাত্র বদলানো হয়, এতে নোংরাগুলো নিচে বসে যায়। তবে কালো এবং লাল – সবকিছুর জন্যই এই রং ব্যবহার হয়। কালোটা হচ্ছে পোড়াবার ক্যাপাসিটি – ধোঁয়াটাকে আটকে। যেখানো পোড়ানো হয়, সেটাকে শালঘর বলে। অনেকে 'ভাটিঘর' বলেন। সাদা মাটি তৈরি হয় খড়ি মাটি থেকে। এটা বীরভূমে পাওয়া যায়।

পোড়ানোর পদ্ধতিটা আমরা জেনে নিই। হাঁড়িটা যে কালো হয়, কিংবা লাল হয়, আসলে এটা একই রং। লাল হোক, কিংবা কালো হোক, রং শিল্পীকে একই দিতে হবে। কিভাবে কালো হয়? একই ভাটি, ভাটিটা আলাদা কিছু নয়। শুধু ভাটিটা চাপাবার সময়, গোলভাটিতে দুটো গর্ত করতে হবে। যখন লাল করে গর্তটা পুড়ে গেল, তখন ভাটির চারপাশে ছাই আছে, এক মানুষ গর্ত করে ছাই আছে, সেই ছাইগুলো ভেজানো হয় সমপরিমাণ জল দিয়ে। বেশি জল দিলে হবে না, তবে কাদা হয়ে যাবে। কাদা হলেও হবে না, আবার না ভিজলেও হবে না, তখন আগুন হয়ে গেলে চারদিকে ভাটিটাকে ঢেকে দিতে হয় – আধ হাত মানে ছয় ইঞ্চি করে ঢেকে দেওয়া হয়। কোন দিক দিয়ে যেন গ্যাস না বেরোয়। ঐ যে গর্তগুলো থাকল, গোবরের যে ঘুঁটো হয়, ঘুঁটোকে গুঁড়ো করে রাখা হয়। তার সঙ্গে ধানের কিছু তুষ দেওয়া হয়। এক একটা ঝুড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়। ঝুড়ি ঢুকিয়ে দেওয়ার পর ওখানে একটা মাটি আছে, এটা চাপা দিয়ে দিতে হয়, কোনোভাবেই যাতে গ্যাস বেরিয়ে না যায়। তলায় যেখানে ঘুঁট পুড়ছে, সেখানেও দেখতে হবে যাতে গ্যাসটা না বেরোয়। কোনো কারণে যদি গ্যাস বেরোয় তবে শিল্পদ্রব্য 'ডিসকালার' হয়ে যাবে। এতে না হবে কালো, না হবে লাল, এতে একটা অন্যরকম রং হয়ে যাবে, অবিক্রি হয়ে যাবে। সেইজন্য শিল্পীদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। এটা তৈরি করার পরও দেখে নিতে হয়, কোনোদিক দিয়ে গ্যাস বেরোচ্ছে কিনা। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক বিষয়। না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। কোনো জায়গায় গ্যাস বেরোচ্ছে কি না দেখার জন্য শিল্পীরা প্রদীপের লম্ফ দিয়ে দেখেন, যেখানেই গ্যাস বেরোবে, সেখানে অ্যাসিডের মতো জ্বলে উঠবে। যেখানে জ্বলবে, সেখানে গোবর মাটি লেপে দেন, তাতে গ্যাসটা আটকে যায়।

যাওয়া আসার পথে পথে

প্রায় তিন ঘন্টা ভাটিতে থাকার পর শুধু ওপরে নয়, ভেতরের মাটি পর্যন্ত কালো হয়ে যায়। একই ভাটিতেই লাল এবং কালো রঙ–এর জিনিস তৈরি হয়। লাল ভাটিটার মধ্যে একটা হাঁড়িতে শিল্পীরা ঘোড়া রাখেন, তার মধ্যে তুষ ঢোকান। হাঁড়িটা মাঝখানে বসিয়ে দেন। যখন পুড়ল সব লাল হল, হাঁড়ির ওপরেরটাও লাল হল, কিন্তু ভেতরেরটা কালো হয়েছে।

কাঁঠালিয়ার শিল্পদ্রব্যের খুব চাহিদা। যে কোনো বাজারে এগুলো বিক্রি হয়। যে কোনো হাঁড়ির দোকানে ঘোড়া পাওয়া যায়, কারণ এই ঘোড়াগুলো বিভিন্ন দরগা, হিন্দুদের পুজো মন্ডপে দেওয়া হয়। হাজার হাজার ঘোড়া বিক্রি হয় সিজনে। অনেকে কাঁচা ঘোড়া কিনে এনে পোড়ান। তারপর বিক্রি করেন। হয়তো ঘোড়াটাকে কেউ বিক্রি করেন ষাট টাকা 'শ, প্রতিটি ষাট পয়সা, কেনেন ত্রিশ টাকা 'শ–এ। এরজন্য জ্বালানি খরচ রং যাচ্ছে, কিন্তু দোকানেও সবরকম মাল রাখতে হয়, তার জন্য কিনে আনতে হয়।

এত মানুষ যার ওপর নির্ভরশীল সেই শিল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কিছু কিছু ভাবনা আছে শিল্পীদের। এই শিল্পটাকে নতুনত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বা টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। শিল্পীদের ট্রেনিং–এর ব্যবস্থা করেছে। এখানে একটা সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ১৯৯৪–৯৫ সালে। একই দামে শিল্পদ্রব্য বিক্রি হয়, সব বাড়িতে একই রেট, এখানে প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো প্রোডাক্ট আছে। তার একটা তালিকা আছে। এতে ঠকার কোনো সম্ভাবনা নেই, এখানকার শিল্পদ্রব্যের চাহিদা আছে। চাহিদা থাকলে কী হবে যেভাবে জ্বালানির দাম বাড়ছে, দ্রব্য মূল্য যেভাবে ঘটছে, স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্পকাজ করে, অন্যান্য খরচ দেওয়ার পর লাভটা আর সেই জায়গায় থাকছে না, আগে যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় থাকছে না। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয় কয়লা, যে কয়লার কোনো লাইসেন্স এখানকার শিল্পীদের নেই, বেপথে কয়লাগুলি আসে নিয়মবর্হিভূতভাবে। এগুলো খুব নিম্ন মানের কয়লা। শিল্পীদেরকে কয়লার জন্য দামটা বেশি দিতে হচ্ছে, আবার মালটাও বেশি লাগছে। এইজন্য প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, আর এই বেড়ে যাওয়ার ফলেই লভ্যাংশ আর সেই জায়গায় থাকছে না।

লাভ বাড়ানোর জন্য কিংবা শিল্পীদের সুযোগ–সুবিধার জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইদানিংকালে শিল্পীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন হস্তশিল্প দপ্তর শিল্পীদের পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। গুরুসদয় সংগ্রহশালার সহায়তায় গ্রামে সচেতনতা শিবির হয়েছে। শিল্পীদের স্বাস্থ্যবীমা চালু হয়েছে। সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্যবীমার আওতায় এসেছে। শিল্পীরা এখন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড–এর মাধ্যমে ২৪ হাজার টাকা করে ঋণ পেয়েছেন।

১৯৯৪–৯৫ সালে এখানে সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন পায়। ২৭ জন শিল্পী নিয়ে প্রথম রেজিস্টি হয়। এখন সদস্য ১৪৫টি পরিবার। একটা সমস্যা হল শিল্পের মূল কাঁচামাল মাটি, এটা জমি থেকেই পাওয়া যেত। ইদানিংকালে, জমি নেই, তাই মাটির দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে ১৫০–২০০ টাকা ছিল এক ট্রাক্টর মাটির দাম, এখন ৫০০–৭০০ টাকা এক ট্র্যাক্টর। তাহলেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মূল হচ্ছে জ্বালানি –সেটা চোরা পথে কিনতে হচ্ছে। আর একটা সমস্যা হল – কিছু কিছু শিল্পদ্রব্য আছে – যেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে – কিংবা বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন, ইদ–এর সময় রোজা করার সময় যে বদনা লাগে, আগে শিল্পীরা দু' মাস ধরে এটা তৈরি করতেন, প্লাস্টিক আসার পর এটা উঠে গেছে। গ্রীষ্মকালে কুঁজো তৈরি করতেন – সেসব উঠে গেছে। কেন ফ্রিজ এসে গেছে বাড়ি বাড়ি। জল গ্লাস, চা–গ্লাস, মাটির থালা, মাটির বাটি – এসব অর্ডার দেওয়া হত। এখন চাহিদা বেড়েছে বিভিন্ন ডিজাইনের ফুলের টব। চাহিদা আছে মন্দির মসজিদের কালো রং–এর মিনার – এটা একমাত্র কাঁঠালিয়ায় তৈরি হয়।

কবরস্থান, মসজিদে মাটির তৈরি মিনার থাকে। সিমেন্টের মিনার তৈরি হলেও টেকে না – রং চটে যায়। আর মাটির তৈরি মিনার যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে – কোনোভাবেই রং নষ্ট হয় না। গাড়ি গাড়ি মাল পাইকারি যায় মালদহের কালিয়াচকের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে। এখনও বাংলাদেশে মালদার দিক থেকে যায়। আগে পাকিস্তানেও যেত। এটার দামও শিল্পীরা পেয়ে থাকেন। তবে তুলনামূলকভাবে দাম পান না। – এখানকার শিল্পীদের কাছ থেকে হয়তো দু'শো টাকায় নিয়ে ওখানে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এটার নামও আছে।

এই কাজকে ঘিরে শিল্পীদের নানা সংস্কার। বৈশাখ মাসে মাটি পোড়ানো যায় না। সেই হিসেবে আগে একমাস ধরে মাটি পোড়ানো হত না, চাকও ঘোরানো হত না। কিন্তু ইদানিংকালে এক সপ্তাহ পালার পর যে শনিবার পড়ে সেদিন চাক পুজো দিয়ে কাজ শুরু হয়। দুর্গা পুজোর দশমী হয়ে যাওয়ার পর একাদশী থেকে ত্রয়োদশী কাজ বন্ধ থাকে। অনেকে বলে, ওই সময় নাকি দুর্গা শাল ঘরে লুকিয়ে থাকে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিল্পীরা কাজ বন্ধ রাখেন। কালী পুজোর দিন এবং তার পরের দিন কাজ বন্ধ থাকে। এছাড়া সারা বছর কাজ হয়। অশৌচেও কাজ হয়।

এখানকার মহিলারা আলাদা কিছু সুযোগ সুবিধা পান। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে শিল্প–ঋণ পাওয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে ১৭টা স্বনির্ভর দল আছে। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে তারাও ঋণ পাচ্ছে। এই ঋণটা শিল্পের বাইরে অন্য কাজের জন্য পাওয়া যায়, যেমন গরু বা ছাগল পোষা প্রভৃতি। মেয়েদের আলাদা একটা রোজগারের ইচ্ছা আছে। অনেকে মিড–ডে মিলের ডাক পেলেও যায় না। কারণ ওখানকার চেয়ে মাটির কাজে রোজগার বেশি।

মাঙ্গলিকী

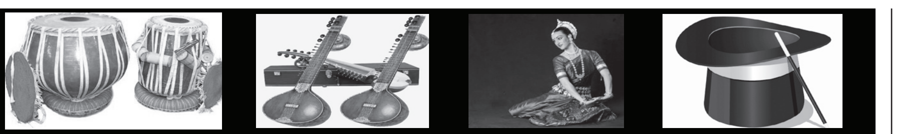

‘কৃষ্ণচূড়া’র উজ্জ্বল প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষান্মাষিক উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকা ‘কৃষ্ণচূড়া’র শারদ সংখ্যার প্রকাশ ঘটল গত ১৬ই অক্টোবর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি, সঙ্গীত শিল্পী সুজিত দেবনাথের নেতাজি নগরের বাস ভবনে। বিরাট ছাদেই অনুষ্ঠান হয়, যা ‘জীবনানন্দ সভাগৃহের’ই রূপ নেয়, কোনও আসন শূন্য ছিলনা। ছিল মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা; ছিল টেবিল সাজিয়ে ‘মঞ্চ’। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক প্রবীর জানা; পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি লেখক, কবি সন্তোষ সরকার; স্বনামখ্যাত ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু হল ‘সাঁঝবাতি’ দলের সমবেত সঙ্গীত দিয়ে; গানটির গীতিকার সুজিত দেবনাথ, সুরকার জয়ন্তী দেবনাথ (দেবনাথ দম্পতি এই প্রতিবেদককে সবসময় সেই গানটি স্মরণ করিয়ে দেন, ‘আমরা দুজনা স্বর্গ–সুষমা মর্ত্যে গড়িব’...)।

এদিন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন যুবা প্রতিভা জয় ভট্টাচার্য। সার্বিকভাবে এদিন তাঁর সঞ্চালনা ছিল যথাযত। এদিন কৃষ্ণচূড়ার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি সন্তোষ সরকার, সম্পাদক সুজিত দেবনাথ। ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন দেবনাথ দম্পতির বিশেষ প্রশংসা করেন তাঁদের সকলকে নিয়ে একসাথে চলার মনোভাবের জন্য। বিশ্বকবি ও বব ডিলানের কথা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বছর আগে তাঁর ভ্রমণের সময়ে অ্যাটলান্টা অঞ্চলের বাঙালিদের বাংলা সাহিত্য প্রীতির কথাও বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক প্রবীর জানা বলেন, কবি, লেখকেরা স্বর্গ থেকে অমৃত বার্তা সংগ্রহ করে লেখার মাধ্যমে পাঠকদের উপহার দেন— সমাজ হয়ে ওঠে সুস্থ। সেই কাজটিই করে চলেছেন সুজিত দেবনাথ ‘কৃষ্ণচূড়া’র মাধ্যমে, অলক্ষে রয়েছেন প্রেরণা দাত্রী হিসাবে জয়ন্তী দেবনাথ...

এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন সুজিত সরকার (‘অন্তহীন পথ’) পাপিয়া দে দাস (‘গোপন ভাষা’), জয় ভট্টাচার্য (‘গায়ে তার চাকা চাকা দাগ’— বারবার শোনা যায় এই কবিতাটি), তপন রায়চৌধুরী (‘চেয়ে আছি আমি’) প্রমুখ। ভাল লাগলো শিবুলাল শীল ও জয়ন্তী দেবনাথের শ্রুতিনাটক, ‘পিতাপুত্রী’। বিবিধ গানে আসর মাতালেন কুহেলী মাইতি, অদিতি রায়, অঞ্জনা দেবনাথ, সুমিতা সরকার, স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান), সুব্রতা সাহা, বনানী ব্যানার্জী (কৃষ্ণচূড়ার আসরে প্রথম এলেন; জয়ন্তী দেবনাথের হৃদয়ের উষ্ণতা তাঁকে দেবনাথ পরিবারের ‘একান্ত আপন’জন করে নিল), মিনু প্রধান, দেবযানী সমাদ্দার, সাঁঝবাতির দল (‘বাহামণির পাহাড়ে’) প্রমুখ। বিশেষ অভিনন্দন যে সব সঙ্গীত শিল্পীদের তাঁরা হলেন কুহেলী মাইতি, অঞ্জনা দেবনাথ, সুমিতা সরকার ও সাঁঝবাতির দলকে। সোহিনী ভট্টাচার্যের শায়েরী পরিবেশন আসরে বৈচিত্র আনে। কিশোরী মধুরা দেবনাথের আবৃত্তি, ‘বনলতা সেন’ ভালই লাগল, তবে তার বয়সের পক্ষে কবিতাটির নির্বাচন ঠিক ছিল না।

দেবপ্রিয় দের রম্যরচনা ‘হায় হায়’ জমল না। বাদ পরে যাচ্ছিল সুজাতা প্রমাণিকের গানের কথা, ভাল লাগল তাঁর গান। গুণেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কি যে পড়েন তা বোঝা যায় না— তাঁর কবিতা যদি অন্য কেউ পড়ে দেন তবে ভাল হয়।

অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে ছিল পত্রিকার শারদ সংখ্যার প্রকাশ পর্ব; পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করলেন সুজিত দেবনাথ, প্রবীর জানা, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, সন্তোষ সরকার প্রমুখ। সকলকে জনযোগে আপ্যায়ন করলেন আসরের ‘জননী’ জয়ন্তী দেবনাথ।

আরও : দুর্গা পুজো পার করে ‘বাজলো তোমার আলোর বেণু’ গানটির পরিবেশন কি সঠিক নির্বাচন? প্রশ্ন রাখলাম দেবযানী সমাদ্দারের কাছে...

কৌতুক : এই প্রতিবেদক কৃষ্ণচূড়া শারদ সংখ্যা কিনলেন; রসিদ পেলেন— রসিদে লেখা ‘কৃষ্ণচূড়া পত্রিকা ১৪২৪’— পত্রিকার বয়স ‘টাইম মেসিনে’ ১ বছর বেড়ে গেল...

শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ নভেম্বর আলিপুর বার্তার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাতে উপস্থিত থাকার জন্যে লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু সুধীজনকে আমন্ত্রণ জানান পত্রিকার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আলিপুর বার্তাকে সম্মান জানালেন, তাঁদের সকলকে পত্রিকার তরফে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এই অনুষ্ঠানে সুকুমার মন্ডল (তারুণ্য পত্রিকার’ সম্পাদক), সুনীল গুহ (‘আকাশ বলাকা’ পত্রিকার সম্পাদক), উদয় চক্রবর্তী (‘সেতু’–র কর্ণধার), মোহিত গুপ্ত (ইতিহাস সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ধারক, সুগায়ক), পিনাকি শঙ্কর রায় চৌধুরী (‘রসপাষন্ড’ নামে পরিচিত সুলেখক), ঋষিণ মিত্র (‘ত্রিসপ্তক’ সহযোদ্ধা মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (‘শুভ প্রত্যাশা’ পত্রিকার সম্পাদক), কবি পাপিয়া দে দাস, পামেলা সরকার, তপন রায়চৌধুরী, সুলেখক জে. এন. রায়, ত্রয়ী জাদুকর সতিপ্রসাদ সরকার, শৈলেশ্বর মুখার্জি, আশিস মুখার্জি উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। স্বনামখ্যাত বরিষ্ঠা কবি আরতি দেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ভবানীপুর নিবাসী সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি তাপস মিত্র। সকলকে ‘ধন্যবাদ’!

এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা আলিপুর বার্তার সুবর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত থেকে পত্রিকার সকলকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদেরকেও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন পত্রিকার সম্পাদক।

ব্যাতিক্রমী কল্যাণীয়া

সব্যসাচী সান্যাল : ব্যাতিক্রমী সামাজিক সংস্থা কল্যাণীয়ার প্রবীণ আবসন। অতীতের কর্মবীর আজ প্রবীণ মানুষদের জ্ঞানভান্ডার কাজে লাগানোর জন্য কল্যাণীয়ার পথচলা শুরু। কল্যাণী শহরের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মানুষ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম প্রয়াত নেপাল নাগ, খালেদ চৌধুরী, ড: পি কে দাস, মাধব রায়চৌধুরী, গায়ত্রী চ্যাটার্জ্জী, শৈলেন্দ্র কুমার রায়, অচিন্ত্য ব্যানার্জ্জী কল্যাণীয়াকে জীবনের সঞ্চয় থেকে বড় একটা আর্থিক অনুদান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। দেখতে দেখতে এদের নানা সমাজ সেবামূলক কাজের প্রায় ১৫ টা বছর পার হয়ে গেল। কল্যাণীয়ার এখন নানা সমাজসেবামূলক কর্মকান্ড চলছে। যার মধ্যে কল্যাণীর বস্তি অঞ্চলে সহায়সম্বলহীন শিশুদের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রসারে সুহাসিনী শিশু নিকেতন তৈরি করা। এছাড়া কল্যাণীয়া কলা কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, হোম নার্সিং ট্রেনিং কেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অনেকের জীবিকার সংস্থান হয়েছে। গত ১ অক্টোবর ২৫০ শিশু এবং দেড়শো সহায়সম্বলহীন দু:স্থ ব্যক্তিদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কেঠোপাড়ার শ্যামাপদ মিস্ত্রি

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সাতজেলিয়া ২নং হাট মোটর ভ্যান স্ট্যান্ড। যখন পৌঁছলাম, তখন দুপুর সাড়ে বারোটা। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সকাল ৫–৩০ মিনিটে। ট্রেনে করে শিয়ালদা হয়ে ক্যানিং। সেখান থেকে ম্যাজিক ভ্যানে গদখালি, গদখালি নদী পেরিয়ে গোসাবা বাজার হয়ে মোটর ভ্যানে রাঙাবেলিয়ার ওপর দিয়ে জটেরামপুর ঘাটে পৌঁছলাম। গোমর নদী পার হয়ে আবার মোটর ভ্যানে সাতজেলিয়া ২নং হাট। ভ্যান থেকে নেমে, এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছি। আমার মনের মধ্যে একটাই চিন্তা ‘কোথায় গেলে পাব তারে?’ ঠিক করলাম বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞেস করব। তাঁরাই খোঁজ দিলেন। বললেন, সামনের রাস্তা ধরে মিনিট পনেরো–কুড়ি হেঁটে গেলেই ‘কেঠোপাড়া’ পাবেন। সেখানেই যাদের খুঁজছেন পেয়ে যাবেন। এমন সময় এঁদের মধ্যে থেকে একজন আমাকে বললেন, ওই দেখুন ঐ দোকানটার সামনে যে ছেলেটি

দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে সাদা জামা, ও হল পাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য। গৌতম বৈদ্য। ওকে বলুন ও আপনাকে সব বলে দেবে। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আমি আপনার এলাকার মৌলেদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তখনই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, লিখুন বলছি। গড় গড় করে নামগুলো বলতে লাগলেন। আমি লিখতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি তো দূরের কথা, ধীরে ধীরে ও লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। আমার অবস্থা দেখে ভদ্রলোক নিজেই আমার খাতায় তাঁদের নাম লিখে দিলেন। আমি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকলাম তাঁর কাছে। তাঁকে বললাম, ভাই আমি মৌলেদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলব। তিনি আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে একজন অভিজ্ঞ মৌলের কাছে পাঠালেন। তাঁর ভাগ্নে। নাম শ্যামাপদ মিস্ত্রি।

বেশি হাঁটতে হয়নি। সাতজেলিয়া ২নং হাট থেকে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম একজন বৃদ্ধা একটা মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম শ্যামাপদবাবু বাড়িতে আছেন কিনা। তিনি আমাকে দেখে বৌমাকে ডাক দিলেন। বৌমা মাটির বাড়ির লাগোয়া অন্য একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘরটার অ্যাসবেস্টাসের চাল ও ইটের দেওয়াল। আমাকে দেখে দাওয়ায় উঠে বসতে বললেন। জানালেন শ্যামাপদবাবু নৌকোয় আলকাতরা লাগাচ্ছেন। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, কথা বলার সুযোগ হবে তো? ততক্ষণে ভদ্রমহিলা ফোন করে শ্যামাপদবাবুকে আমার আসার খবর জানিয়ে দিয়েছেন। শ্যামাপদবাবু এখনই চলে আসছেন বলে জানিয়েছেন। আমি আশ্বস্ত হয়ে বারান্দায় উঠে বসলাম। শ্যামাপদবাবুর স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, আপনার ছেলে মেয়ে ক’জন?

– দুই মেয়ে।

– তারা কত বড়? কী করে?

– বড়টা বিএ পাশ করেছে। পাড়ার কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে সে চেন্নাই গেছে। সেখানে তারা দর্জির কাজ করছে। রোজ ফোনে কথা হয়। ভাল আছে। ছোটটা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে।

– শুনে খুব ভাল লাগল। কষ্ট করে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

এমন সময় শ্যামাপদবাবু বাড়িতে ঢুকলেন। হাত দুটোতে আলকাতরা মাখা। ওঁর স্ত্রী কেরোসিন তেলের বোতল নিয়ে এগিয়ে গেলেন। শ্যামাপদবাবুর হাতে তেল ঢেলে দিয়ে আলকাতরা তোলায় সাহায্য করলেন। আমি দাওয়ায় একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসেছিলাম। শ্যামাপদবাবু আমার পাশেই তক্তপোশে এসে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁর কাছে কী জানতে চাই। সংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে, আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলো তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি ধৈর্য্য ধরে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

একটা সময়ে এই পাড়ার মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল জঙ্গলের কাঠ কাটা। তাই পাড়াটার নাম হয়েছে কেঠোপাড়া। এখন কাঠ কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ। তবুও পাড়াটা ওই নামেই পরিচিত। যদিও পোশাকি নাম এমলিবাড়ি পশ্চিমপাড়া। বর্তমানে এই পাড়ায় ছত্রিশ ঘর মৌলের বাস। প্রত্যেক বাড়ি থেকে কেউ না কেউ জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান। কোনও কোনও বাড়ি থেকে দু’জনও যান। শুনে ভালো লাগল যে, পাড়ার কাউকে মধু ভাঙতে অন্য পাড়ার নৌকোয় যেতে হয় না। এ পাড়াতেই চারটে নৌকো আছে। যাঁদের নৌকো আছে তাঁদের নাম, বাবার নাম ও বয়স উল্লেখ করলাম।

১) শ্যামাপদ মিস্ত্রি (৪২), প্রাণকৃষ্ণ মিস্ত্রি
২) দুঃখেরাম মন্ডল (৪৫), নন্দু মন্ডল
৩) সাধন মন্ডল (৪৩), কৃষ্ণপদ মন্ডল
৪) গোপাল বৈদ্য (৫৫), শরৎ বৈদ্য

শ্যামাপদ মিস্ত্রির বাবা বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। রাস্তার পাশে খাস জমির ওপর বাড়ি। বাবা কাঠ কেটে, মাছ–কাঁকড়া ধরে, মধু ভেঙে সংসার চালাতেন। বাবা মারা গেছেন। মা জীবিত। শ্যামাপদবাবুর কোনও চাষের জমি নেই। গতর ভরসা। একার রোজগারে সংসার চলে। মাছ–কাঁকড়া ধরেন, মধুর মরশুমে নিয়মিত মধু ভাঙেন। একটানা বিশ–বাইশ বছর মধু ভাঙছেন। তিনি জানালেন দীর্ঘদিন এই পেশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও তাঁকে কোনও দিন কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে হয়নি।

তাঁর দলের কেউ আজ পর্যন্ত বাঘের আক্রমণে নিহত বা আহত হননি। তাঁরা কোনও দিন জলদস্যু বা গাঙ ডাকাতের কবলেও পড়েন নি। বিরল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই। এ মরশুমে (২০১৬) শ্যামাপদবাবু ৯ জনের দল গঠন করে নিজের নৌকো নিয়ে মধু ভাঙতে গিয়েছিলেন। আঠারো দিন জঙ্গলে ছিলেন। মধু ভেঙে ছিলেন ১৯ কুইন্টাল। বনদফতরে বিক্রি করেছিলেন ১৪ কুইন্টাল মধু। দাম কিলো প্রতি ১১৫ টাকা। এখন বনদফতর আর মোম কেনে না। শ্যামাপদবাবু মোম স্থানীয় ব্যাপারীকে ১৭০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন। এক কুইন্টাল মধুতে পাঁচ কেজি মোম পাওয়া যায়। সব খরচখরচা বাদ দিয়ে দলের এক একজন মৌলে ১৭,০০০টাকা ভাগে পেয়েছেন। মধু বিক্রি করে ১,৪৫,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এই মরশুমে শ্যামাপদবাবু ৭০,০০০ টাকা দাদন নিয়েছিলেন। যাত্রা করেছিলেন চৈত্র ২৩, ১৪২৩ (এপ্রিল ৬ ২০১৬)। নৌকোর জন্য শ্যামাপদবাবু ৩,৫০০টাকা পেয়েছিলেন। এটা একটা ট্রিপের ভাড়া। উনিশ কুইন্টাল মধু একটা ট্রিপে সংগ্রহ হয়েছিল। দু’টো ট্রিপ হলে নৌকোর ভাড়াও দ্বিগুণ হতো। আমি শ্যামাপদবাবুর কাছে জানতে চাই, আপনারা কী কী ফুলের মধু সংগ্রহ করেন?

– খোলসে, কেওড়া, কাঁকড়া, গর্জন, ধুধুল, হরকোচ ইত্যাদি।

– কোন্ কোন্ জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান?

– গাজিখালি, তারারখাল, চামটা, চন্দ্রা, আড়দুনে, রাজাখালি, আড় তলি প্রভৃতি।

– যে–জঙ্গলগুলোতে ঢোকা বারণ পারমিটে তো তার উল্লেখ থাকে?

– হ্যাঁ, তবে সব সময় সেগুলো মেনে চলা যায় না।

– ধরা পড়লে তো জরিমানা দিতে হয়?

– তা হয়। আবার না গেলে যে পেট চলে না।

শ্যামাপদবাবুকে সংসার চালাতে মাছ–কাঁকড়ার ওপর বারোআনা নির্ভর করতে হয়। মধুর নৌকো নিয়েই মাছ–কাঁকড়া ধরেন। সবটাতেই নৌকো থেকেও একটা আয় হয়। বারোমাসের মধ্যে মাস দুই বাদ দিলে বাকি সময়টাতে কিছু না কিছু রোজগার হয়। সারা বছরের মধ্যে বনদফতরের নির্দেশে তিন মাস (এপ্রিল, মে ও জুন) সুন্দরবনে মাছ–কাঁকড়া ধরা বন্ধ। কিন্তু ওই সময় দু’মাস (এপ্রিল এবং মে) মধুর মরশুম। শ্যামাপদবাবুর পরিবার পুরোপুরি জল–জঙ্গল নির্ভর। ভয় হল এর থেকে কত আয় হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আয় তাঁর যাইহোক শ্যামাপদবাবু বড় মনের মানুষ। বলা নেই, কওয়া নেই দুপুরবেলা তাঁর বাড়িতে হাজির হই। তিনি জরুরি কাজ ফেলে আমার কাছে এলেন। টানা তিন ঘন্টা আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমার সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। চোখে মুখে কোনও বিরক্তি ফুটে ওঠেনি। আমাকে নিকট আত্মীয়ের সম্মান জানিয়েছেন। নিজেদের জন্য দুপুরের রান্না খাবার আমাকে পাতপেড়ে খাইয়ে তবে ছেড়েছেন।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শব্দের ঝংকার

(সম্পাদক – সুনীল মুখোপাধ্যায়/৩৮ বর্ষের শারদ সংখ্যা ১৪২৩) কবিতা ও ছড়ায় অমর কুমার দাস, ভীম ঘোষমঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, তিস্তা বেজ, ঝুনু ভৌমিক, বিপ্লব কর্মকার উজ্জ্বলতা এনেছেন। সম্পাদকের গল্পটি মনে দাগ কাটে (জনৈক খুনীর উদ্দেশে), গল্প বিন্যাসে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সুকুমার মণ্ডলের গল্পটির মজার বিস্ফোরণ একেবারে শেষ লাইনে। পত্রিকাটির অক্ষর বেশ বড়, অনেকটা ছোটদের পত্রিকার ধাঁচে। অক্ষরের আয়তন কিঞ্চিত কমালে হয়তো আরও কিছু লেখা প্রকাশের জন্য স্থান পাওয়া যেত! (পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩ ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড, সালকিয়া, হাওড়া–711 106 / 9830319821)

আনন্দম

(সম্পাদক – হারাধন ভট্টাচার্য/১১ বর্ষ শারদ ১৪২৩ সংখ্যা) ছিমছাম এই পত্রিকাটি প্রচারের আলোকবৃত্তে থাকে না কিন্তু উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। বর্তমান সংখ্যায় প্রয়াত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর উপর লিখেছেন সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন তারাশংকর দত্ত, সেকালের মঞ্চাভিনেত্রী/গায়িকা ইন্দুবালাকে নিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য লেখাটির পুনর্মুদ্রণ পাঠকদের মস্ত প্রাপ্তি। উত্তরবঙ্গের করম উতসবের কথা লিখেছেন অলোকানন্দ দাস। তিনটি গল্পের প্রতিটিই রসোত্তীর্ণ। বন্দনা দত্তের (মেঘমুক্তি) গল্পটি একঝলক টাটকা বাতাস বয়ে আনে। উদয় চক্রবর্তী (দুঃখ) ও সুকুমার মণ্ডল (ফাঁসে) ধুন্ধুমার হুল্লোড় বাধিয়েছেন। রতন সেনগুপ্ত ও শাশ্বতী সরকারের তিনটি করে কবিতা রয়েছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য রত্নেশ্বর হাজরা, দীপঙ্কর বাগচী, হারাধন ভট্টাচার্য, নির্মল কুমার প্রধান, প্রশান্ত মাইতি, আরতি ভট্টাচার্য, সতীরঞ্জন আদক, হরিচরণ সরকার মণ্ডল, শেফালী সরকার, সুখময় দাস প্রমুখ। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, গৌরদত্ত পোদ্দার জমাটি ছড়া উপহার দিয়েছেন। (পত্রিকার ঠিকানা – তারাশংকর দত্ত, ১১/১৮ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 98302 22682)

কৃষ্ণচূড়া

(সম্পাদক সুজিত দেবনাথ/দ্বিতীয় বর্ষ শারদ ১৪২৩ সংখ্যা) – ষান্মাসিক পত্রিকাটির এটি দ্বিতীয় বর্ষের শারদ–সংখ্যা। প্রবন্ধ অংশে উল্লেখযোগ্য লেখা শেফালী সরকারের কোচবিহারের রাজ–বাড়ী ও ঐতিহ্যের কথা। অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর নেতাজীর চোখে স্বামীজী লেখাটিও ভালো যদিচ আরও একটু সুবিনস্ত হতে পারত। প্রসূন সরকারের লেখাটি (খাদ্য নিরাপত্তা) সাহিত্য–পত্রিকায় কেন ঢুকে পড়ল কে জানে। সন্তোষ সরকারের লেখাটি (রবীন্দ্রনাথের প্রিয়জন বিয়োগ)–ও দিশাহীন। কবি সারাজীবন অনেক প্রিয়জন বিচ্ছেদ সয়েছেন কিন্তু সন্তোষবাবু কেবল রবি ঠাকুরের শাশুড়ী–ঠাকরুণের কথাই বলে গেলেন! গল্পাংশে ষষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত দেবনাথ পাঠকের তারিফ আদায় করেন। হতাশ করেছেন সৈয়দ রেজাউল করিম (মরা দারোগার..)। শিশুদের পত্রিকাতেও বোধহয় এত তরল লেখা আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না। লোকেশ হোম রায়ের গল্পটি অবধারিতভাবে বনফুলের বিখ্যাত শ্রীপতি সামন্ত গল্পটিকে মনে করায়। বলা বাহুল্য এটি অত্যন্ত দুর্বল অণুকরন ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠল না। অঞ্জন রায়ের (লিভ টুগেদার) গল্পটির স্থান–কাল–পাত্র সবই গুলিয়ে গেছে। লিভ টুগেদার শব্দটি মাত্র এক দশক শোনা গেছে, আমাদের দেশে তরুণ প্রজন্মের কাছে হয়তো জনপ্রিয় হতে শুরুও করেছে সম্প্রতি, কিন্তু পুরানো (ষাটোর্ধ) মানুষেরা আজও সমর্থন করে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। গল্পে সত্তরোর্ধ বিবাহিত পুরুষ রমেশ প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে (অর্থাৎ আজ থেকে তিরিশ বছর আগে) লিভ টুগেদার শুরু করে দিলেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য! তাছাড়া এতদিন রমেশের পরিবার চুপচাপ সেটা মেনে নিয়েছিল–ই বা কেন, তার কোনও সদুত্তর নেই। কবিতা অংশের তালিকা সুদীর্ঘ। জয়ন্ত দত্ত, আব্দুল হান্নান, ইলা দাস, শিবানী পাঁজা, শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, তাপস সরদার, বরুণ চক্রবর্তী, ভীম ঘোষ, আরতি দে প্রমুখ। পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী–র কবিতাটি অন্য গোত্রের, শেষ লাইনে জমাটি মজা। প্রচুর বানান ভুল বহু কবিতা ও গদ্য রচনার রসহানি ঘটিয়েছে। মোনালিসা দেবনাথের ভ্রমণ কথাও রেহাই পায় নি, সেখানে ঢের বানান দেখে অজ্ঞান হই নি এই ঢের! গোটা পত্রিকায় চিত্রাঙ্কন বড় ভয়ানক। ওটা কি এড়ানো যায় না! পত্রিকার এক্কেবারে প্রথম পাতায় কৌতুকি! এটাও বোধকরি এক প্রকার কৌতুক। (পত্রিকার ঠিকানা – ১০/৩, নেতাজী নগর, কলকাতা – ৭০০ ০৪০ / 9432327145)

ছাড়পত্র

(সম্পাদক–দুর্জয় বিশ্বাস/১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা শারদ ১৪২৩)–পত্রিকাটি সদ্য–ভূমিষ্ঠ। সাদা–কালোয় প্রচ্ছদটি অর্থবহ। ছিমছাম সংখ্যাটিতে কয়েকটি ভালো কবিতার খোঁজ পাওয়া গেল শিপ্রা গাইন, অমিত চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীময়ী চক্রবর্তী প্রমুখের কলম থেকে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের প্রতিবেদনটি আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। ঋষিণ মিত্রের আলপচারিতার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সম্পাদকের অণু গল্প (ফেসবুক) এ সময়ের কথা, সপ্রতিভ লেখা। নিত্যানন্দ বাবুর অন্য অণু গল্প–টি বিচিত্র অক্ষর–বিন্যাসের ফলে পাঠোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। সম্পাদকের কলমে একটি কবিতাও রয়েছে। রয়েছে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের বাসভূমিতে ভ্রমণের কথা, কিন্তু সেখানে স্থানীয় হোটেল–এ কি খেয়েছেন কিংবা তার মূল্যের কথা উল্লেখ কি খুব জরুরী! কবি দীনেশ দাশ–এর উপর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটিও লিখেছেন সম্পাদক। লেখক কি কম পড়িয়াছে! (পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া–৬ / 26650839)

প্লাবন

(সম্পাদক–স্বপন দত্ত/শারদ ১৪২৩) – ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান সংখ্যায়, বলা বাহুল্য মন্তব্য করা সম্ভব নয় অন্যান্য নিবন্ধগুলির মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের লেখা–টি পাঠকদের উপরি পাওনা। নিত্যানন্দ ঘোষের (গণশত্রুরা এখনও..) লেখাটি সাহসী। আজকাল সোজা কথা বলার সাহস বেশী চোখে পড়ে না। অশোক কর্মকারের কাশ্মীর–ভ্রমণ কাহিনীটি বেশ নতুন ধরণে লেখা। বেশ কিছু ইংরেজী–শব্দের ভিড় সত্ত্বেও, আগাগোড়া বেশ ঝরঝরে। গল্প গুলির কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ। বাংলার বাইরে (ভিলাই, বিলাসপুর, রায়পুর, জবলপুর, পণ্ডিচেরী ইত্যাদি) থেকেও বাংলা রচনা এসেছে, এটা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। কমলেশ পাল, সুমন মিশ্র, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, শিখা ঘটক, শিপ্রা গাইন, ইলা দাস, পরিমল চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, প্রতিমা নাগ প্রমুখ বলিষ্ঠ কবিতা লিখেছেন। অম্লান মৌলিক–এর নাটকাটির (কুরুক্ষেত্রে জিওর্দানো) শেষাংশ প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি সুরচিত। পত্রিকাটির প্রচ্ছদটি কিন্তু হতাশ করেছে। (পত্রিকার ঠিকানা – 142/5, নীলাচল, পোঃ নীলাচল, কলকাতা–700 134 / ফোন – 09804816490/ ই–মেল – littleplaban@gmail.com or plabanmag@gmail.com)

মিঠেকড়া

(সম্পাদক – ধনঞ্জয় সিংহ/আশ্বিন ১৪২৩)– প্রতি বছরের মত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পবিত্র জন্মদিনে (১২–ই আশ্বিন) প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য সংখ্যাটি। বিদ্যাসাগর–চর্চা ও স্মরণ অনুষ্ঠান করে এঁরা প্রতিটি বাংলাভাষীকে ঋণী করেছেন। রয়েছে ইতিউতি প্রকাশিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংবাদ–কণা, লিটল ম্যাগাজিন আয়োজকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক এই ভূমিকা। শৈলেন্দ্র হালদার, সতীরঞ্জন আদক, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন কুমার দত্ত, লোকেশ হোম রায় প্রমুখের কবিতা ও ছড়া ভালো লাগল। বিদ্যাসাগরের প্রতি রচনাগুলিকে আলাদাভাবে সাজালো পাঠকদের সুবিধা হত! শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি মুল্যবান। (পত্রিকার ঠিকানা – আনন্দ ভবন, 265 (45) তেলিপাড়া, পোঃ চাতরা (শ্রীরামপুর), হুগলী–712 204 / ফোন – 033 2622 4256 / 9674287943)

সহযোদ্ধা পত্রিকা

(ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ/ঋষিণ মিত্র)–১৮ অক্টোবর ২০১৬ আফ্রিকা কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজ–এ স্মরণে এই সংখ্যাটি উতসর্গীকৃত। প্রতিবাদী এই কবি রাষ্ট্রযন্ত্রের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁকে স্মরণ করার এই প্রয়াস মনুষ্যজাতির বিবেক–সংস্কার। লিখেছেন নিত্যানন্দ দাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম চৌধুরী প্রমুখ। বেঞ্জামিন মোলায়েজ–এর একটি অনূদিত কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে।

২–রা সেপ্টেম্বর ১৬ সংখ্যাটি সদ্য–প্রয়াত কবি জ্যোতি ঘোষ–এ স্মৃতিতে নিবেদিত। শহীদ–কবি বেঞ্জামিন–এর স্মৃতিতে লেখা প্রয়াত কবির একটি কবিতা রয়েছে এই সংখ্যায়। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখ। (13/৪, পাম এভিনিউ, বিভাবতী (দ্বিতল), কলকাতা – 700 019 / 9831018099)

শিশুদিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমে ১৪ নভেম্বর পালিত হল শিশু দিবস। ‘তিতলি’ সিউড়ি স্টেশনে শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে। কুন্তলা গ্রামে পাঁচটি জোনের শিশুদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। সিউড়ি সদর হাসপাতালের শিশু বিভাগে ফল বিতরণ করা হয় এদিন। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে এনসিসি–র উদ্যোগে শিশুদিবস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো

নিজস্ব প্রতিনিধি,সাগর : মঙ্গলবার সাগর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার (দক্ষিণ) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্র শেখর বর্ধন ও সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহা। এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সাগরের ৮১টি স্কুলের প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে এদিন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৭৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি, কাকদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুদীপ সিংহ, গঙ্গাসাগর কোস্টার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবাশিস রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বীরভূমে রাস উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল রাস উৎসব। পন্ডিতপুর গ্রামে সকাল থেকে চলে হরিনাম সংকীর্তন। দুপুরে খিচুড়ি খাওয়ানো হয় গ্রামবাসীদের। অন্যদিকে সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় রাসের মেলা জমে উঠেছিল, সেখানেও দুপুরে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। রাসোৎসব উপলক্ষ্যে দুই দিনের গ্রামীণ মেলা বসেছিল ভান্ডীরবন গ্রামে। ইলামবাজার ব্লকের মঙ্গলডিহি গ্রামের প্রায় চারশত বছরের প্রাচীন শ্যামাকান্ত ও ছোটো মা’র রাস উৎসব পালিত হয় মহা ধুমধামে। কোমা গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয় রাসমেলা। পন্ডিতপুর, রবীন্দ্রপল্লি, মঙ্গলডিহি, কোমা, ভান্ডীরবন গ্রাম সহ গোটা বীরভূম জেলা জুড়ে জমে উঠেছিল রাস উৎসব ও মেলা।

চেনা ছকে ইংরেজ বধ

হোয়াইট ওয়াশের লক্ষ্যে টিম কোহলি

অরিঞ্জয় মিত্র

যাকে বলে একেবারে শূন্য থেকে ভূতলে পতিত হওয়া। জমকালোভাবে সিরিজ শুরু করার পর সফরকারী ইংল্যান্ড যেভাবে ভারতের কাছে দ্বিতীয় টেস্টে গুটিয়ে গেল তাতে এই কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর যদিও আগে যেভাবে বিদেশি দলের বিরুদ্ধে একরকম আন্ডার প্রিপেয়ার্ড উইকেট তৈরি করে বধ্যভূমি গড়ে তোলা হত ভাইজাগের পিচ মোটেই সেরকম আচরণ করেনি। বরং দুদলের যারা ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত তারা একটু দেখে খেলে যথেষ্ট রান পেয়েছে এখানে। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি প্রথম ভক্তের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অথচ ইংল্যান্ড অন্তত প্রথম টেস্টে তাদের প্রথম ইনিংসে খোলস থেকে বেরিয়ে নিজেদের আন্তর্জাতিক মানে মেলে ধরেছিল। সেই দলটাই কেমন যেন নেতিয়ে গেল বিশাখাপত্তনমে। বার্তা স্পষ্ট এই ইংল্যান্ড ধারাবাহিকতার নিরিখে একেবারে অষ্টরম্ভা। তাছাড়া এক–আধটা খাপছাড়া

ইংরেজ বধে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত ফিরে গেল সেই পুরনো ছকে। সেই স্পিনের ফর্মুলা। এতেই একেবারে কুপোকাৎ অ্যালেস্টার কুকের দল। প্রথম টেস্টে সেভাবে ধারালো মনে না হলেও দ্বিতীয় টেস্টেই নিজের চেনা ছন্দ ফিরে পেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাকে যোগ্য সঙ্গত করলেন অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজা এবং উদীয়মান জয়ন্ত যাদব। বস্তুত টিম ইন্ডিয়া যে এইভাবে সিরিজে প্রত্যাবর্তন করতে পারে তার একটা ইঙ্গিত গত সংখ্যার লেখাতে তুলে ধরা হয়েছিল। কার্যত সেটাই এদিন সাকার হয়ে উঠল। রাজকোটের ক্ষেত্রে জমাট ব্যাটিং উইকেট পেয়ে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে একটা বিশালাকার রান তুলতে সমর্থ হয়েছিল। বিশাখাপত্তনমে এসে সেই ছবিটা খানিকটা পালটে দিল পিচের স্পিনিং ট্র্যাক। ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরির দোরগোড়া থেকে ফিরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চলে গিয়েছিলেন শতরানের দরজায়। কোহলি না হয় বিরাট মাপের ব্যাটসম্যান। ভারতীয় টেলেন্ডাররাও যে ব্যাটিংটা এই টেস্টে তারা কানাকড়িও করতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড। অদ্ভুত যে দলটা রাজকোটের মাটিতে অতটাই ভালো ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিয়েছিল তারাই কেমন যেন গুটিয়ে ছিল এদিন।

ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের গ্রাফের দিকে যদি একটু নজর দেন তবে এই অস্থিরচিত্রটা চোখের সামনে ফুটে উঠবে। বলাবাহুল্য কিছুদিন আগেই বাংলাদেশের কাছে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়ে ভারতে এসেছে ইংল্যান্ড। সেই দল রাতারাতি ঘুরে দাঁড়াবে রাজকোটে তা ভাবা অতি বড় ইংরেজ সেশন বাদে ইংল্যান্ড নিজেদের সেভাবে তুলে ধরতেও পারছে না। ওই কবে একটা কুক বা স্ট্রোকস রান পাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ইংল্যান্ড দলকে। পুরো টিম হিসেবে খেলছে না। বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও কখন স্টুয়ার্ট ব্রড একটা আগুনে স্পেল করবেন সেদিকেই চাতকের দৃষ্টি ইংল্যান্ডের।

ব্যাটিং —বোলিংয়ে ভারত আবার খেলছে পুরো একটা টিম হিসেবে। পূজারা, কোহলি, রাহানেরা ব্যাটিংয়ে নির্ভরতা যেমন দিচ্ছেন তেমনই নিচের দিকের ঘাটতি পুষিয়ে দিচ্ছেন অশ্বিন–জাদেজারা। ঋদ্ধিমান সাহাকে অবশ্য আরও অনেক ধারাবাহিক হতে হবে। এটা ঠিক এই মুহূর্তে ঋদ্ধি দেশের সেরা উইকেটকিপার। ক্যাচিং এবিলিটির জন্য শুধু নয়, ঋদ্ধি যেভাবে স্টাম্পিং– রান আউটে হাত পাকাচ্ছেন তাতে লম্বা রেসের ঘোড়া বলেই তাকে মনে হচ্ছে। ব্যাটিংয়ে কিন্তু অনেকটাই নড়বড়ে দেখাচ্ছে সাহাকে। তাকে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে উইকেটকিপিং হল একধরণের অলরাউন্ড এবিলিটির সামিল। তাই দুর্ধর্ষ মানের কিপারকেও ব্যাটিং সক্ষমতার চূড়ান্ত মানে পৌঁছাতে হবে। ধারাবাহিকভাবে বড় রান করলে তবে দলে জায়গাটা আরও মজবুত হবে ঋদ্ধির। ক্যারিবিয়ান সফরের সেই সেঞ্চুরির পর রাজকোটেও দলের প্রয়োজনে একটি অসাধারণ অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেছিলেন ঋদ্ধি। সেই ধারাবাহিকতাটাই বজায় রাখতে হবে শিলিগুড়ির বাসিন্দাকে।

এমনিতে ভারত–ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত জয় পেলেও প্রথম টেস্টের মানে অনেকটাই এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। বিশেষ করে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং কিন্তু দুটি টেস্টেই উদ্বেগের পারদ চড়িয়েছে। প্রথম ইনিংসে বড় রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে কেমন যেন চাপের মুখে নড়বড়ে লাগছে দ্বিতীয় ইনিংসটাকে। এই জায়গাটাই মেরামত করতে হবে কোহলিবাহিনীকে। মনে রাখতে হবে এই টেস্ট সিরিজ লম্বা ম্যারাথন সিরিজ। একটা জয়ে সন্তুষ্ট না থেকে তাই বাকি ৩টি টেস্টেও জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। প্রথম টেস্টের স্মৃতি উসকে ইংল্যান্ড আবারও সিরিজে ফিরে আসতে চাইবে, যা খুব স্বাভাবিক। বাংলাদেশ সফরে গো–হারান হওয়ার পর ভারতেও যদি সিরিজ হোয়াইট ওয়াশের কালি মুখে লাগে তাহলে কুকদের সর্বপ্রথম ছিঁড়ে খাবে ইংল্যান্ডের প্রেস–মিডিয়া। বস্তুত হিথরোতে নামতে হয়তো অসুবিধা হবে না।

যদিও মাথা নিচু করে চলতে হবে ইংরেজদের। কিছুদিন ধরেই ক্রিকেট বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে আরও এক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল অস্ট্রেলিয়ার নাকানিচোবানি খাওয়া। তাও আবার ঘরের মাঠে অজিদের পর্যুদস্ত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান–কিউই অপারেশন সাঙ্গ করে টিম ইন্ডিয়া এখন ইংরেজদের নিকেষ করায় মনোযোগ দিয়েছে। সেই হিসেবে আগামী দিনে হয়তো দুনিয়ার দুই প্রান্তের দুই দেশ ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে উঠবে ক্রিকেট মেরুকরণের চৌম্বকীয় আকর্ষণ।

চিনপাইয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় জনস্রোত

অভীক মিত্র : কয়েকদিন ধরে চলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জনপ্লাবন দেখল চিনপাই ফুটবল প্রতিযোগিতা। চিনপাই পঞ্চায়েতের তাপাসপুর পল্লি মঙ্গল সমিতি ছিল উদ্যোক্তা। আটটি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছিল। দুর্গাপুর, সিউড়ি, চিনপাই থেকে এসেছিল প্রতিযোগী দল। ১৪ নভেম্বর রবিবার দুপুর ২টায় ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় চিনপাই সিদ্ধেশ্বরী গ্যাস এজেন্সি ও চিনপাই ফাইভ স্টার ক্লাব। ট্রাইবেকারে চ্যাম্পিয়ন হয় চিনপাই সিদ্ধেশ্বরী গ্যাস এজেন্সি। চ্যাম্পিয়ন দল পায় ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি। ফাইনালে রানার্স দল পায় ৭ হাজার টাকা ও ট্রফি। ফাইনালে রেফারি প্রহৃত হয় বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। প্রথম থেকেই এই প্রতিযোগিতায় ছিল নাইজেরিয়া ফুটবলারের আধিক্য। যা বজায় থাকে ফাইনালেও। এক গ্রামীণ ফুটবলারের খেদোক্তি "গ্রামের ফুটবল প্রতিযোগিতায় নাইজেরিয়ার ফুটবলার খেলানোয় বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা। তারা সুযোগ পাচ্ছে না।" অন্যদিকে, মুরারইয়ে গোপালপুর 'ইয়ং স্টার' ক্লাবের ফুটবল ফাইনাল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রামপুরহাট মহকুমা শাসক সুপ্রিয় দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

খোলখেলের বুদ্ধিযোগা

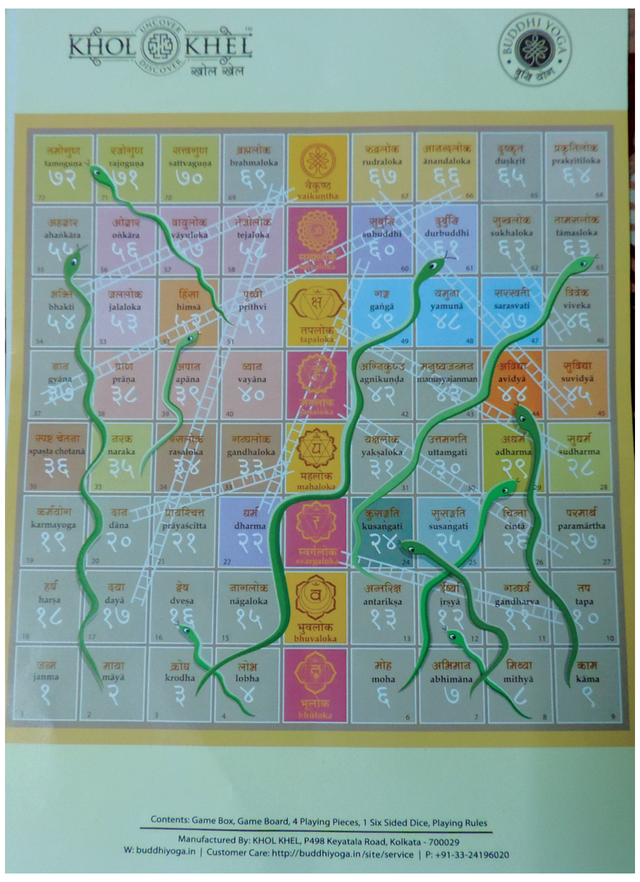

জীবনটা যত গতিশীল হয়ে উঠছে ততই যেন সাপ–লুডোর মতো ওঠানামা করছে সাধারণ মানুষের কেরিয়ার গ্রাফ। সাবেক ধ্যানধারণার জায়গা গ্রাস করছে জটিল তাত্ত্বিকতা। আর এসব থেকে বেরিয়ে এসে নিখাদ ভারতীয় সনাতনী ইন্ডোর গেমসের স্বাদ পেতে খোল–খেল বাজারে নিয়ে এল বুদ্ধি যোগা নামক এক অভিনব খেলা। সাপ–লুডোর আঙ্গিকে ব্যাগাডুলি, লুডো, পাশাখেলা ইত্যাদি ক্রীড়ার সমন্বয়ে আক্ষরিক অর্থেই নয়া প্রজন্মকে মাতিয়ে তুলবে এই বুদ্ধি যোগা। বিভিন্ন পেশার সফল ব্যক্তিত্ব, নৃসিংসপ্রসাদ ভাদুরী, নির্বেদ রায়, সম্বরন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত কোচ সুভাষ ভৌমিকের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হল এই খেলাটি। সংস্থার তরফে সকলকে বরণ করে নেন খোল–খেলের কর্তা আমন গোপাল সুরেকা।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

আইএসএলে ঝিমিয়ে কলকাতা

রবীন বিশ্বাস

আইএসএলে কলকাতার সেই গতিপথ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না যা আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম হাবাস জমানায়। কয়েকটা জয় তুলে আনলেও কেমন যেন আটকে যাচ্ছে মলিনা সাহেবের এটিকে। যদিও কলকাতার সামনে এখনও ভরপুর সুযোগ রয়েছে সেমিতে প্রবেশ করার। তাও কলকাতার খেলা দেখে এবার কেমন যেন মন না ভরার আস্বাদন হচ্ছে সদস্য–সমর্থকদের। এমনিতেই যুবভারতীতে ম্যাচ হচ্ছে না বলে কলকাতাবাসীর বিরাট আক্ষেপ তার ওপর নেতিয়ে ঘরের টিমের নেতিয়ে পড়া পারফরমেন্স ঠিক মেনে নিতে পারছে না তারা। টিম এটিকের গতবারের তারকারা মোটামুটি একই আছে। পস্টিগা, হিউম, দ্যুতিরা যথারীতি আছেন বটে। দলের প্রয়োজনে স্কোরও করছেন। কিন্তু কেমন যেন গা ছাড়া মনোভাব সঞ্চারিত গোটা দলের

মধ্যে। এর পরিণামেই হয়তো কলকাতার ড্রয়ের সংখ্যা একগুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার সঙ্গে অন্য যে দলগুলি পাল্লা দিচ্ছে তাদের মধ্যে পয়েন্টের নিরিখে মুম্বই এবং দিল্লি এগিয়ে থাকলেও খুব একটা পিছিয়ে নেই পুনে এবং কেরালা। সবথেকে তাৎপর্যের যেটা তা হল অ্যাটলেটিকো কলকাতার থেকে লড়াইয়ে থাকা অন্য এই দলগুলি প্রত্যেকেই বেশি জয় পেয়েছে। কম হলেও ৪ টে জয় ঝুলিতে আছে সবার। মুম্বই–দিল্লির জয়ের সংখ্যা অবশ্য আরও বেশি। সেখানে মাত্র তিনটে ম্যাচে জয় পেয়েছে কলকাতা। অপরদিকে ৬ টা ম্যাচ ড্র করেছে টিম মলিনা। এই পরিসংখ্যানেই বোঝা যাচ্ছে কলকাতার পারফরমেন্সের গ্রাফ কেমন সিঁটিয়ে আছে। অনেকক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ হিউম বা পস্টিগারা সমতা ফিরিয়ে এটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই ঘেরাটোপ থেকে দলকে টেনে বের করে আনাটাই আপাতত সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ কলকাতা এবং তার টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। তবেই ছন্দে ফিরতে পারবে কলকাতা। নচেৎ সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেলেও হয়তো খালি হাতে ফিরতে হবে ক্যালকাটান্সদের।

খোকাবাবু পার্থিবের প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : একেই বোধহয় বলে খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। একসময় ভারতীয় ক্রিকেটে যে বাচ্চা ছেলেটি হঠাৎ করেই সামিল হয়েছিল সে এক যৌবনে উপনীত। টেস্ট অভিষেকের সময় ধরলে প্রায় বছর ১৪ সে কাটিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট সার্কিটে। যদিও সেভাবে সফল ক্রিকেটার বলা যাবে না তাকে। টিম ইন্ডিয়ার রেগুলার উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা হঠাৎ করেই চোট পাওয়ায় বছর আষ্টেক পর ভারতীয় দলে ফিরলেন পার্থিব প্যাটেল। যতদিন ঋদ্ধির চোট না সারছে ততদিন হয়তো তার সুযোগ। এই মওকায় নিজেকে প্রমাণ করার যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে পার্থিবের। জাতীয় দলে না থাকলেও আইসিএলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে দেখা যায় তাকে। উইকেটকিপিংয়ের থেকেও ব্যাটসম্যান হিসেবে পার্থিব বেশ নাম করেছেন। কিপিংয়ের পাশাপাশি ঋদ্ধিমান সাহা ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করেছেন গত ক্যারিবিয়ান সফর থেকেই। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোট টেস্টেও ভালো ব্যাট করেছেন ঋদ্ধি। সেই জায়গাতে শুধু কিপিং নয়, নিজেকে প্রমাণ করতে পার্থিবকে ব্যাটের হাতও চওড়া করতে হবে। পার্থিবের মতোই কম বয়সে ভারতীয় ক্রিকেট এরিনায় এসেছিলেন সদানন্দ বিশ্বনাথ। ভারতীয় টিমে তখন কপিল–গাভাসকারদের জমানা। যদিও সদানন্দ সেভাবে দাগ কাটতে ব্যর্থ হন। পার্থিবও কম বয়সে কেরিয়ার শুরু করলেও সাফল্যের কানাকড়িও অর্জন করতে পারেনি। সেদিক থেকে তুলনামূলক অনেকটা বেশি বয়সে টিম কোহলিতে নিজেকে অন্যতম নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন ঋদ্ধিমান। এখন দেখার পরিবর্ত পার্থিব সেই ফাঁক কতটা মেরামৎ করতে পারে।

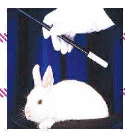

মনের খেয়াল

ম্যাজিক মোমেন্ট

অঙ্ক কষার প্রতিযোগিতা

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দুকে ১২ থেকে ২০–র ভেতর একটা সংখ্যা বলতে বল। মনে করা যাক বন্ধু বলল ১৬। তুমি এবার একটা কাগজে ১ থেকে ১৬–র ভিতর সব বিজোড় সংখ্যাগুলো যোগের আকারে লেখো

১
৩
৫
৭
৯
১৩
+১৫
৬৮

বন্ধুকে বল কাগজে যোগটা করতে। বন্ধু যেই যোগ করা শুরু করবে তোমার ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখো, দেখবে বন্ধু যোগ করতে ৮/১০ সেকেন্ড সময় নেবেই নেবে। এবার তুমি যোগটা কাগজে কর। বন্ধুকে বল তার ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখতে। সে দেখবে তুমি যোগটা ৫ সেকেন্ডের ভিতর করে দেবে! কি করে? তুমি অঙ্কটা এই ভাবে করবে : কাগজে বন্ধুর বলা সংখ্যা ১৬ লিখে, ১৬কে ২ দিয়ে ভাগ কর : ১৬÷২ =৮; ৮ কে ৮ দিয়ে গুণ কর : ৮×৮=৬৪ তোমার যোগফল বন্ধুর মদন ৬৪ই হল, কিন্তু অঙ্কটা তার থেকে অনেক কম সময়ে করে দিলে!

তবে বন্ধু যদি বিজোড় সংখ্যা বলে ধর ১৭, তাহলে আগে সংখ্যাটার সাথে ১ যোগ কর : ১৭+১=১৮, এবার ১৮কে ২ দিয়ে ভাগ কর : ১৮÷২=৯, ৯কে ৯ দিয়ে গুণ কর ৯×৯=৮১, ৮১ই হবে ১ থেকে ১৭–র মধ্যে সব বিড়োড় সংখ্যার যোগফল। বন্ধু সাধারণভাবে যোগটা করতে তোমার থেকে অনেক বেশি সময় নেবে

১
৩
৫
৭
৯
১১
১৩
১৫
১৭
৮১

(অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থাগার থেকে সংকলিত)

২০ থেকে আরও বড় সংখ্যা নিয়েও ধাঁধাটা দেখানো যাবে।

মোবাইল নম্বর

জে এন রায় : অফিস বেরুবার মুখে পিছু ডাকল সুরমা, এই শোন, আমার মোবাইলটা না, কাজ করছে না। অভিষেক ভাবল, এতো ভারি বিপদ, জরুরি প্রয়োজনে সুরমাকে যোগাযোগ করতে পারবে না। অভিষেক বলল, তোমার ফোনটা নিয়ে এসো তো। অভিষেকের সঙ্গে যে অতিরিক্ত মোবাইলটা থাকে, তাতে সুরমার সিমটা লাগিয়ে দিয়ে বলল, তাহলে এই মোবাইলটা আপাতত তুমি ব্যবহার কর।

অভিষেক রওনা দিতেই সুরমার মনে হল, এই যাঃ মোবাইলটার নম্বরটা তো জেনে নেওয়া হল না। সাড়ে দশটা নাগাদ, অভিষেকের মোবাইলে সুরমার নম্বরটা ভেসে উঠল। কলটা ধরতেই সুরমার গলা শোনা গেল, এই শোন না, তুমি যে মোবাইলটা দিয়ে গেলে তার নম্বরটা কী গো? কেউ জানতে চাইলে কী বলবো?

রাগরাগিণী

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

– কি গো কথা বলছ না কেন? রাগ করেছ?
–না তো, আমি তো রাগি নি। অমন ভাবছ কেন?

মান, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি এসব থেকেই তো রাগরাগিণীর জন্ম।

আলিপুর বার্তার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটার ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ও প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সদস্য সাংবাদিক **অসীম কুমার মিত্র**। ভুলবশত যুগশঙ্খের সম্পাদক ছাপা হয়েছিল এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com